দেখা আলো না দেখা রূপ

মুহম্মদ জাফর ইকবাল
প্রকাশক
শরীফ হাদান তরফদার
৩৮/২-ক বালোয়াচার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ.
ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬
বিজ্ঞাপন প্রকাশ (প্রথম জনকোষ সংস্করণ)
আগস্ট ১৯৯২

প্রচ্ছদ
প্রবন্ধ এখ

মুদ্রক
এখানে লিপিবদ্ধ
৭ শাখাবাসদ রায় চৌধুরী লেন
কল্পাবালের ঢাকা

মূল্য
৪০ টাকা
এ সরীন্দ্রের

খারা প্রতি রাতে পেট নিয়ে নিয়ে খুঁজাতে যায়।
(অথচ খব সহজেই তারা লন্ডন নিজস্ব হতে পারত, 
তাদের কেউ কেউ নিশ্চয়ই আইনস্টাইনের প্রতিভা নিয়ে জীবেছিল।)
সূচীপত্র

<table>
<thead>
<tr>
<th>শিরোনাম</th>
<th>পৃষ্ঠা</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>আলো</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>আলোর বেগ</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>আলো ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব</td>
<td>6</td>
</tr>
<tr>
<td>আলো সরল রেখায় যায়</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিফলন</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>প্রতিস্রাত</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>বিশাখায় পূর্ববৃত্তায়িত প্রতিফলন</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>দেশের বৃহস্পতি</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>আলো ও বরফ</td>
<td>28</td>
</tr>
<tr>
<td>বলাবলি</td>
<td>31</td>
</tr>
<tr>
<td>আলোর বিচার</td>
<td>38</td>
</tr>
<tr>
<td>আলোর পরিবর্তন</td>
<td>41</td>
</tr>
<tr>
<td>আলোর বিপুলতা</td>
<td>43</td>
</tr>
<tr>
<td>আনুষ্ঠানিক ও অনুষ্ঠানিক তরঙ্গ</td>
<td>44</td>
</tr>
<tr>
<td>সূর্যরাশি</td>
<td>46</td>
</tr>
<tr>
<td>চোখ</td>
<td>48</td>
</tr>
<tr>
<td>রঙ</td>
<td>53</td>
</tr>
<tr>
<td>চাকচিকের অন্য ব্যবহার</td>
<td>57</td>
</tr>
<tr>
<td>দেখা, দেখি না দেখি না দেখি দেখা</td>
<td>61</td>
</tr>
<tr>
<td>আলোর উৎস</td>
<td>63</td>
</tr>
<tr>
<td>পরিশীলন</td>
<td>64</td>
</tr>
</tbody>
</table>
আলো

আমরা দুঃখ থেকে উঠি যখন সূর্য উঠে যায় কিছু পুড়ি উঠি করতে থাকে, অন্ধকার কেউ চোখের আলো ফুটতে থাকে। কেউ কেউ আমার অনেক কেলা করে এলে, চরমের যখন ফুটবুড়ি বোলে। সরাসরি আমরা নিজেদের দায়িত্ব করি, মানানের নিজেদের বস্তু রাখি। ঠিক সেখানেই যখন চরমের দায়িত্ব হয় আলোকে থাকে তখন তাঁতাত্ত্বিক আমার বুকে ফিকে এলে আলো হঠাৎ দিই। যতস্থল থাকে ঠিক সারাধূলে আলো স্বল্পরূপে রাখি। ঠিক যুমানোর থাকে আলো নিয়মের দিয়ে আমরা বিরহনের ওপর পড়ি। বিরহনের ওপর আমরা চোখ বন্ধ করে মুলি যুমানোর জন্য, চোখ খোলা রেখে তো আর যুমানা যায় না। আমরা যখন দুঃখ থেকে উঠি তখন চরমের কক্ষে আলো!

কাজেই দেখে পারে এক মুহুর্তের জন্য আমরা আলো ছাড়ি না। আলো না ধরলে আমরা তীব্র অপার, এমনকি রাত্রে যুমানোর সময় আমরা হৃদয়ের রাত্রে আলো অলাভের ব্যাপ্তি করে রাখি, হাত করে যদি অন্ধকারে উঠতে হয়। ওমার যখন ধারে থাকে তখন তারা নিশ্চয়ই আমাদের রাত্রে যখন আলো যেদ করে তারা পর্যন্ত থেকে যায় তখন বাড়িয়ে কি রকম অভিজ্ঞতা হয়। চোখ খুলে দেখে যায় না চোখ কুলা কি না। হ্যাতে কখনো কখনো চোখে অঙ্গীকার থাকতে হলে আমরা আলোর সত্যিকার প্রকৃত পুরুষে পারতাম। কিহু বাহর না থাকলে কখনো হতে চুপচাপ বসে জরুর আলো বিস্মৃত কি, কিন্তু যে সেটা তৈরি হয় কিনা কিভাবে আমরা দেখতে পাই।

আলোর বেগ

আমরা কখনো আলো নিয়ে থেকেছি কি না সেটা একস্তরি বোধ হয়। তোমার হের বাতি আলাদার ক্ষমতায় পড়া বোধ থেকে আলোচ্ত ঘরের দেখা এসে পৌঁছার চাই? আমাদের হয়ে তা হবে সাধারণের, আমরা তো কখনো দেখিনি আলো থেকে আলো চোখ দেখি সে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাপাপাটী অটক দেরকালই, হয়ে ঠিক পড়ে নের এগিয়ে আসদের, কিন্তু বাতি থেকে দেখাল পড়ত এসে পৌঁছাতে আলোর সাহায্য সব ঠিকই লোভ। মনে এত কথা যে আমরা কখনো সেটা থাকে পারে না। আলোর বেগ আলোচ্তে এক লখ চিত্তর্ক হাস্যরস মাইল। তাই তোমার ঘরে কেহর বাতি থেকে আলো দেখার দেখাতে হয় এক কোটি আলোর এক দেখাতে সময় লেগেছে, সেটা বাঁধি চোখে মেনে রেখায় যথাযথ সময় নেয়। কিন্তু কপিল মনে এক সাথে সাথে আসদের, যত কমই চোখ খালিক সময় ঠিকই লেগেছে। পৃথিবীতে এমন কিছু নেই মূল সাথে সাথে হয়।
আলোর বেগ এর বেশি যে স্টো মাপা এক সময়ে ঘুরিয়ে কাঠিন ব্যাপার ছিল। ১৮০০ স্টোক্সের গালিলিও ইভিলিশিক তার সহকারীকে নিয়ে চন্ডি করেছিলেন। দুইদিকে যাতে একটা বেগ বাড়ি নিয়ে আলোর যেতে এবং ফিরে আসতে কতক্ষণ সময়ে মাপার ঢোলা করেছিলেন—দুইতেই পারে স্টো সংখ্যা হবার কথা নয়। ১৮৩২ স্টোক্সের ডেমার্কের সাথে আলোর মাপার একজন ফ্যামিলিরির হ্যাপ্সে প্রথম আলোর বেগ মেনেছিলেন। সেখনি বৃহত্তর প্রবাহের একটা ঢাপে কাঠে মানুষ নিয়েছিলেন।

পৃথিবী আর বৃহত্তর প্রবাহের একটা ঢাপে যায়ের সাথে সাথে। সেই ঢাপ থেকে আলোর পৃথিবীতে পৌঁছাতে দেয়া হল ব্যাপক। কতক্ষণ দুরূপ পড়ে যায়ের সময় যে পর আলোর বেগ রেড করা সংখ্যা ব্যাপার। তার হিসেবে অনেকের বেগ ছিল এক লম্ব চিন্তা হাস্যর মুফ্তি, সত্যিকার বেগ তথে বাষ্পী হাস্যর মুফ্তি কর। তবুও সবাই যেতে পেরেছিল আলো সাথে সাথে কোথাও যেতে পারে না, কারণ সময় ঠিকই দক্ষ

রোমার পরে অনেক বিজ্ঞানী আলোর বেগ আরো অনেক করেছিলো। একম কি আলেকক্লো পৃথিবীর দিশিল বড় বড় ল্যান্ডমার্ক অপার এলাকা আরো নির্দেশনাতে মাপার ঢোলা করা হচ্ছে। লক্ষের অবশ্য আর প্রো-নক্ষ ব্যবহার করতে হয় না, দেব বসেই করা সময়। সেবন পৃথিবীর যুক্তে হল আরো অনেক কিছু জানা দেবার।

আলো ও আইনস্টাইনের তত্ত্ব

মন কর সেই ফাইন্স যেমন তার পরে। (যাকানায় কিছুই নেই, বড় ল্যান্ডমার্ক ফোন করে না, প্রো করা পার।) বালক থেকে মার্চেল বেগে হয়। রাতে বেগে বেশ ভালো করেছিলো। (পুলি ঢাপ একই ঢাপে সব নেই, তবুও হাস্যর নয়। বেগে যায় কিছু জানা তার জানা না।) তবুও তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের বাহির ব্যবস্থায় হয় তো। দুটি তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের বাহির ব্যবস্থায় হয় তো। দুটি তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের বাহির ব্যবস্থায় হয় তো। দুটি তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই তুই তুই তুই। হ্যায় তুই তুই তুই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের বাহির 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই সময় না, কিন্তু এই ধরনের 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই 

ধীর এই ব্যাপারটি হতেই
বেশ ছুটে। তুমি কি কখনোই সেটা বুঝতে পার? পার না এবং পারতেও না, কারণ তুমিও যদি কিন্তু সাথে সেকেলেও আঠাহা মাইল বেশ ছুটে।

একের একটা মাজার জিজ্ঞসা দেখা যাক। মন কর তুমি একটা রকেট করে পার। ফিসিসিনো জ্যু ভাল রকেট, পার্লিয়ার রকেট সেকেলেও নম-পনেরো মাইলের গেলি খেতে পার না, কিন্তু তোমার কোনো সাদরে সেকেলেও এক লক্ষ মাইল যায। তুমি পৃথিবী থেকে আলাদা সেনানুরোধ বোধ করেছ সেকেলেও এক লক্ষ মাইল যায় আলাদা সেনানুরোধ পৃথিবীর নিকটতম পথে, সাদা চার আলাদা দূরে অন্তর এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল বেশ আলাদা সেনানুরোধ থেকে আলা পৃথিবীতে আসতে সাড়ে চার বছর সময় নেয়। যাই হোক, তুমি যখন সেকেলেও এক লক্ষ মাইল যায় বাছা, তখন পৃথিবী থেকে কেন এককনও তোমার দিকে আলা বেলে দিল—সে আলা তোমার দিকে সেকেলেও এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল বেশ ছুটে আসছে। তখন তোমার কি মন হয়? খালিদির তথ্যই মন হওয়া উচিত আলাও মুনরালকে অনেক ছোট (নারী হিসাবে হালার মাইল বেছে) তোমার দিকে এখিয়ে আসছে। কিন্তু মাজার বলার হল তুমি তোমার মন হবে আলা যে এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল বেশ তোমার দিকে ছুটে আসছে।

একার যা যা তুমি তোমার রকেটের বেগ আলা বাছিয়ে আলায় বাজারের পার্শ্বে সমন কর দিল। এখন আলা ছুটে সেকেলেও এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল যায়, তুমিও ছুটে ঘাট সেকেলেও এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল যায়। তখন তোমার কি মন হবে? নিশ্চয়ই মন হবে উচিত আলা কখনো তোমাকে খুঁজতে পারে না। কিন্তু মাজার বলা কি আলা পাড় যে তোমাকে যাতে ফেলবে তাই না, তুমি দেখবে আলা তোমাকে এসে পশ্চাৎ করে সেকেলেও এক লক্ষ হিসাবে হালার মাইল যায়।
বলেছেন তা সত্য। আলোর প্রতিকৃতি সব অবস্থাতেই সমান থাকে—এটি হচ্ছে আইনস্টাইনের বিখ্যাত বিশ্লেষণ আপেক্ষিকতার প্রথম সূত্রটি।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী আলো অসম্পূর্ণ যত্নের ব্যাপারে ঘটে। যেমন পথিকৃত কোন কোনো ফিয়ার অনুভব আলোর বিচরণ থেকে দেখা হয় পারবে না। আলোর বিচরণের সমস্ত হতে পারে শুধু সেই সব তিনি যারা কেন ওজন বা ভর নেই।

আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী তত্ত্বকে শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। পরমাণুর রূপকে সত্য সত্য তাই করা হয়। আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সর্বচেয়ে আলোকজনক ভিত্তিতে যাছে। আলোর সমস্ত স্পক্ষ। সম্পর্কে গবেষণা, কেউ যদি শত্রুলেখ হয় তাহলে তার সময় ঘীর ঘীরে যাবার সময়কে।

অতঃপর একজন যদি রেক্টে করে গ্রহণ বেঁধে লুকিয়ে আসে, সে এক বছর পর পথিকৃততা ফিরে এসে দেখতে পারেকে হয়তো। একলা বছর কেটে গেছে।

আলোর কোন আপেক্ষিক প্রতিকৃতি নেই, এটি সব সময়ই সত্য।

মন করো না একবার তুষ্টি ও সুন্দর বাগান কোথাও আর হিসাব নিকাশের ব্যাপার। বিজ্ঞানীরা প্রতিটি বিদ্যমান পরিস্থিতি করে দেখেছেন। আর সর্বচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরামর্শকে আলোর বিচরণের সাথে সম্পর্কিত। এই বিচরণের কোন পরিবর্তন হয় না হলে এটি করা হচ্ছে প্রথম সম্পর্ক। পরস্পর বিজ্ঞানীদের সর্বচেয়ে প্রথম এটি সম্পর্ক হয়। কারণ কেমনটা ওই ক্ষেত্রে এটি মন রাখতে, সে২তে একাকী স্থিতি রয়েছে মায়া বা তিন ডিগ্রি ক্লাসিফার (নির্দিষ্ট ভাবে বললে ২৯৯৭৯২৫ কিলোমিটার)।

আলো সরলনর্থে যায়

এখানে আলোর আলো থেকে থেকে আসি। আলোর এক বিদ্যমান আমার স্বাচ্ছন্দ্য করে দেখি যে আলো হয়ে যায় (না হলে কি প্রকার হল তো)। এ জন্য তিনির ছাত্র পড়ে এবং আমার পাশে যায়। কি হচ্ছে শেখতে পারি না। আলোর সরলনর্থে যাওয়ার দমকে বহির্ভাব করে আমার কেরকোটা মজার পরিলক্ষ করতে পারি।
নিচের ছন্দে নেভাতে বেঁধানো হয়েছে চিত্র সেভায় সানা মোহনের পাশে একটি হ্যাটরোড (খাদ্য মল্ট বা এই ধরণের কিছু) বেসনাতে ধূঢ় করিয়ে রাখ। এখন গোফের মানান্ত্র খুব সবধানে সূর্যোদয় বা সেন দিয়ে একজন সব ফুটা কর। এখানে গোফের 
একগুচ্ছ একটি মেমেভাটি এমন তালুর জলিয়া দাও যেন মেমেভাটির নিম্নাংশ আর সরু 
ফুটটি একই উপভাষা থাকে।

এখানে মেমেভাটিটি তালু অনেক সব আলো নিভিয়ে থাকে অফিসার করে ফেললেই অনেক নাটক অনুভূতি দেখালে মেমেভাটির অফিসার একটি ছবি ফুটে উঠালে। একটি পুল problematic, ছবির উপরে। ছবির কেন দেখে যাচ্ছে আর উল্লেখিত বা কেন তৈরি হচ্ছে 
কারণী একটি চিত্র করলেই ফুটতে পারে। আলো সর্বপ্রথম যায়, তা মেমেভাটির 
ভিতর বিচিত্র কিন্তু থেকে আলো সর্বপ্রথম দিয়ে মেমেভাটির নিবিজ কিন্তু পড়ে একটি ছবির 
স্থির করেছে। ফুটের মাধ্যমে যখন মেমেভাটির উপরের বিদ্যুৎ থেকে আলো প্রশ্ন নিচে 
থেকে পারে আলোর নিচের কেন কিন্তু থেকে আলো প্রশ্ন উপরে যেতে পারে—তাই ছবির 
তৈরি হয় উপভাষায়। যদি প্রস্তর সব কিন্তু থেকে আলো চরিত্র পড়ে, কিন্তু 
বলতে তার ছবি এখানে দেখা গিয়ে না, তার পরে এমন কিন্তু 
নিবিজ বিশিষ্ট নিবিজ নিবিজ থেকে আলো এসে পড়া পর দেখার একটিই 
আলোয় করে দেখা যায় না, তাই কেন ছবির তৈরি হচ্ছে পঁচ না।

এই পরিকল্পিত পূর্ব মডেল, যেহেতু এটি একজন প্রশ্ন বড় হচ্ছে অফিসার করতে হয়, তাই 
হচ্ছে সব সময়ের মধ্যেই কেন দেখালে সব নয়। একটি অন্য স্থান থেকে এই পরিকল্পিত 
প্রশ্ন সংকল্প, তার একটি একটি শুদ্ধিকা করা বা হাওরের পাশ দেখার। একরে 
একরে একরে শুদ্ধিকা কোন দেখার সরু ফুটার করে না। একরে দেখার হলে আলো কেন 
নিচে একটি শুদ্ধিকা দেখার না। সরু হলে কেন দেখার। একরে দেখার না। একরে 
একটি প্রশ্ন বড় হচ্ছে অফিসার করতে। একটি সাজ একজনের দেখার। একটি 
একরে শুদ্ধিকা দেখার।
বাজের মাঝামাঝি লাগিয়ে দিতে পারলেই (নিচের চৌব) হয়ে গেল। বাইরে দিয়ে আলোকিত বেনকিক্ষুর দিকে তাকাও, সেখানে তার চমৎকার নিঃশুদ্ধ একটি উল্টো চৌর।

শিনস্তুল ক্যানেরার মূলদীপ।

কৃষিতের সামান্য সুখ্য সৃষ্টি। অর্থনৈতিক নগ্ন অবস্থায় বিশ্বাসের আক্রান্ত জাতকের উপর।

ভোস উঠছে। অর্থনৈতিক পাদটি সামনে পিছে দিয়ে দু’টি ইঙ্গে করলে ছবিটাকে ছোট করে দাঁড় করতে পারে। আর এটাকে সমাধা তৈরি করে ছবি তুলে নিল। শিল দিয়ে দুঃখ করা হত বলে এর নাম ছিল পিনতেল ক্যানেরার।

প্রতিফলন

এরে আলোর আরে কাঁটা ব্যাপ্ত পরীক্ষা করে দেখা যাক। আলোর ফন্তু বেনকিক্ষুর উপর এর পড়ে তখন তিনটি তিরিতি তিরি তিরি ব্যাপার ঘটতে পারে। প্রতিফলন, প্রতিসংবাদ আর প্রতিশোধ যদিও। যদিও প্রতিফলন বলতেই আমাদের শৃঙ্খলা আচ্ছা বা আচ্ছা মনে মসৃণ কোন জিনিসের কথা মনে পড়ে, অলঙ্কার প্রতিফলন বিশ্ব যে কোন ধরনের জিনিস থেকেই হতে পারে। তিনিই মসৃণ হলে (প্রতিমূর্তি পাড়ার চৌর) আলোকের শৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয়ে নিকট পরিবর্তন করে, এ ছাড়া নিঃশিক্ষিত অবিশ্বাস থাকে। কিন্তু জিনিসটির পৃষ্ঠ অমসৃণ হলে আলোকের শৃঙ্খলা প্রতিফলিত হয়ে চারিদিকে ছুড়িয়ে ফেলে। তাই আচ্ছা বা অচ্ছা কোন মসৃণ পৃষ্ঠ প্রতিফলন দেখা যায়, কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠ থেকে কথায় তা দেখা সম্ভব नয়।

অমসৃণ পৃষ্ঠ মাঝেই কিন্তু জিনিসটির চর্বর মন শক্ষে বা ধোঁয়া হয়ে ডুবে বাংলাদেশ।

ফন্তু ব্যাপার মনে পড়লে তখন অনেক জিনিস আছে আলোর কাছে অমসৃণ, যদিও বাংলা চৌরে প্রকাশ আলোর যাবতীয় মসৃণ বলেই মনে হয়। মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলনের প্রকাশ করে বাংলাদেশ।

চর্বি তখন কোন সাময়িক দিয়ে রোহ এসে চৌরে তখন অনেক
বর্তমান জানালা বলে একটি জানালা দিয়ে অস্পষ্ট একটি রোপক থেকে ঢুকতে দিয়া। এবার প্রথমে রোপকটি একটি আলো দিয়ে প্রতিফলিত করা যাচ্ছে যাতে আলো প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে। যে স্থানে আলো অস্পব্ধ হয়ে বিপরীত দিকে পড়ে থাকে। এবার আলো প্রতিফলিত হয়ে চরমের দিকে পড়ে থাকে।

আলোর প্রতিফলনের মত সর্বসম্মত যদিও কেবল কিছু চতুর্থ বিধান পরিমিত করা যায়। কিছু মধ্যে যদি কিছু নয়, তাহলে যেখানে আলো প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে। যেখানে আলো প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে তখন সূর্যের উপরে ফিরে যাবে না যেখানে আলো প্রতিফলিত হয়ে চলে যাবে। এর ফলে আলো তুষ্ট হয়।

এটি প্রতিফলন করার জন্য ভিচক দিয়ে করা যেতে পারে যেখানে আলো প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলন করার জন্য ভিচক দিয়ে করা যেতে পারে যেখানে আলো প্রতিফলিত হয়।
ধোল আছে সেদিকে চোখ লাগিয়ে ভিতরে তাকালে অপরুষ নয়া দেখা যাবে। সবচেয়ে মজা হয় যখন তুমি তোমার ক্যালিফর্মোপ দুইতে থাকবে আর ভিতরের নয়া মুখের মুখে নতুন নৃতন নয়া তৈরি করতে থাকবে। তিনটি কঠোর ভিতরে আশানার মত কাজ করে। ভিতরে যে কেনা তিনজন পাশাপাশি আমার প্রতিফলিত হয়ে অনেকগুলি হয়ে যায়, সেগুলি বিপুলতাকৃতি কাঠগুলির কোনো কোনোর দেখা দিয়ে এই অপরুষ নয়ার তৈরি করে।

এই ক্যালিফর্মোপ একটি আদি খসনা। মানুষ বহুদিন থেকে এটি দেখে আসছে, তবু এটি এখনো পুরানো হয়নি।

প্রতিসরণ

যদিও আমার একভাবে প্রথম প্রতিফলনের কথা বলেছি, কিন্তু আসলে আমনি এক মাধ্যমে থেকে অন্য মাধ্যমে এসে গেলে তখন প্রতিফলনের সাথে সাথে প্রতিসরণ এবং অপর কিছু বিশালতা হয়ে থাকে। প্রতিসরণের অর্থ হচ্ছে যার হয় যাওয়া, আর বিপুলতার অর্থ শোকিত হয়ে কিছু পরিস্কার আনো করে যাওয়া। আলো যখন বিচ্ছেদ এসে থাকে তখন প্রতিসরণ হয় যেন, প্রতিফলিত হয় অম্প, বিশালতা হয় আরে অম্প। আলোর
বলা আপনাতে পায় পুরোটাই প্রতিফলিত হয়ে যায়, গতিসারিত বা নিশ্চিতি হয় ফুল
কর্ম। ক্ষুরপূর্ব বহুল জিনিস প্রতিফলন বা প্রতিসংবাদ প্রায় একসাথেই হয় না, প্রায়
পুরোটাই বিশ্লেষিত হয়ে যায়। আমরা সাধারণত ধরে নেন আলার ধারার প্রধান পর্যায়, অথবা এগুলিতে দৃশ্য প্রতিফলন এবং প্রতিসংবাদ হয়, বিশ্লেষিত প্রায় না হবে মতই।

একই মাধ্যমে আলার প্রতিফলন এবং প্রতিসংবাদ একই সাথে হয়ে থাকে সেটির অধিকার করে একটি মাধ্যম পরিস্থিতি করা সত্য। এক গ্লাস পানির সামনে একটি কণা সেল করে মাধ্যমে পানির ক্ষেত্রে দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাবে। এখানে ক্ষেত্রে সমন্বয় একটি মাকর্কপ ধরে মোমবাটির প্রতিফলন হয়ে কাঁচের উপরে। মোমবাটি একটি নাড়াতে করে এবং জায়গায় রাখে এত গ্লাস এবং মোমবাটি একই জায়গায় রাখে। সেটি সমতুল্য অক্ষের করতে পারলে মাধ্যম হয়ে মোমবাটি পানি ভরি গ্লাসের
তেজে জলছে। (দিনের হবি প্রবল)।

পানির জিতের ঠোঙ্গ উপরের মোমবাটি, একই সাথে প্রতিফলন ও প্রতিসংবাদ

দোষারো বিচ্ছিন্ন ইঙ্কচ করে থাকার আলার এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ
করার সময়ে ঢেকে যায়। যারা ঠিক কুকুরে পানি যে আলা ঢেকে গেছে তথা নিশ্চিত
অন্তর্দিক প্রায় তথা বাইরে থাকে যার ফলাফলটা কর্ম করে। পানি গরম থাকার মাধ্যমে মাধ্যম
পানি গরম থাকার মাধ্যমে মাধ্যম হয় পানির ফলাফলটা কর্ম করে। পানির গরম থাকার মাধ্যমে
তথাপি তথা ভার নিশ্চিত হয় পানির ফলাফলটা কর্ম করে। এবং সুসংজ্ঞা সাফার পরিস্থিতি
করা সত্য। একটি অর্জন প্রায় কিংবা কাপ নিয়ে তার ভিতরে একটি
পানি ঢেল। একটি কাপটি টেবিলের উপর রেখে আলার আলার প্রতিফলন থাকবে এবং একটি
কাপটি ঢেকে। যখন কাপটি ধীরে ধীরে খুলিয়ে পানির ঢেকে ভার দিতে দেখা যায়। (পানি
সেল প্রতিফলন হয়ে কাঁচের উপরে)। এখানে আলা একে করে একে করে ঘড়ি বলি
পানি ঢেলে টেবিলের উপর পানির দশক ধরে ফেলে। (পানির ঢেকে ভার দিতে
না দিয়ে একটি উপরে দেখা যাবে, কাপটি ঢেলে পানি বের করা সত্য নয় আলার
ঢেকে
খানি বলে যে পাসাটি দেখা অস্কর, পানি তবে দেওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কথা আলোচনা থেকে মাঝারী সৌভাগ্য হতো পার্শ্বের আলাদা। কয়েকই আলো থেকে দৃষ্টান্তের স্তরে আসিলে চিত্ত সেখানেই পাসাটি রয়েছে মনে হবে। একারা তোমরা দুই দুই করতে পারে পারিতে কথায় কেন যাচ্ছে মনে হবে কিন্তু ঘাড়নো মনুষ্যের কেন বাপ্পা মনে হবে।

অথবা যে পানির ধাতুর সময় আলো থেকে যায় দেট কিন্তু সাধ্য নয়, যে কোন মাধ্যমে ধাতুর সময় আলো থেকে যায়। তোমার মনে বা অন্য কোন তোমরা পদার্থে বিদ্যমান হয়ে পরিণত করে নেবে পার। কিন্তু এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে ধাতুর সময় আলো থেকে যায় কেন? অনেকই হতরতা তাছাড়া চেষ্টা চান্ট নিয়ে। হতো চেষ্টা নিয়ে, কিন্তু তবে একটা কথায় পার। আবার আলো বলেছি আলোর পরিবর্তনে সেটে এলাকা ক্ষীণ হাতার মাইল। কিন্তু যে কিনিয়েটা প্রাপ্ত করে বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে আলোর পরিবর্তনে সেটে এলাকা ক্ষীণ হাতার মাইল যখন সেটাকে কাঁচ, পানি এক কি বাসনের মত মাঝারীর ভিতর দিয়ে থেবে হয় তখন তার পরিবর্তন বানিজ্যক করে হয়।

যে মাঝারীর ভিতর দিয়ে যথাযথ সময় পরিবর্তনের বিষয় কথম হয় তাকে বলে ফি মাঝারী এবং যে মাঝারীর ভিতর দিয়ে যথেষ্ট সময় পরিবর্তনের বিষয় অপর পরিবর্তন করে তাকে বলে হলকা মাঝার। বিভিন্ন মাঝারের প্রায়শ্চিত্র জানার মূল্যে প্রতিষ্ঠানের অংশ একটা শুধু বয়ে করা হয়। আলোর প্রকৃত পরিবর্তনের সেই মাঝারের ভিতর আলোর কথম যথাযথ পরিবর্তন থেকে কতগুলি মেটে বলা হয় প্রতিষ্ঠান। জলম পানির প্রতিষ্ঠান ১-৩, তার অর্থ হচ্ছে পানির আলোর পরিবর্তনে একলা ক্ষীণ হাতার মাইলের ১-৩ তান (১৮০০০০ হ একে পানির প্রতিষ্ঠান হচ্ছে অথবা প্রায় হচ্ছে পানির তীরে আলোর পরিবর্তনে তার প্রকার পরিবর্তনে আজাহী তারের এক ভাব। কোনোর প্রতিষ্ঠান ১-৩। সেটি কোন কারণেই তাই এটি ধরে নেয়া ফুল কাজ নয় যে বাসনার আলোর পরিবর্তনের ফুল পরিবর্তন হয় না।
যাইহে একটি আমার আলো কেন এক মাধ্যম থেকে আরেক মাধ্যম যাতের সময় ওকে যায় সেটা ব্যবহার চালু করছিলাম। সেটা ব্যবহার সর্বনিম্নে সহজ হয় যদি আমরা একটা আলোর বীমায় কম্প্রেশন করে নি এক দল সেনাই (নিচের চর্বি)। তারা সারি সারি অ্যায়টা যায়, কিন্তু একটা গরম যাতে মাধ্যমে ধনিকটা জালা হয় খারাপ, কাজকরণ সমস্তে অনেক অংশ নামান্ত্র এগান্তে হয়। সেন্দ্রন যদি খারাপ সারি সারি বজায় রাখতে চায় তাহলে তাদের একটা করে দেশেই হবে। ফাল খারাপ আলো খারাপ রাখার মুক্তিহারা তারা অনেক অংশ অপরিমাপ হচ্ছে, কিন্তু একটা সারি অপরাজের যায়া তখন খারাপ অন্তর্ভুক্তে চেকানি তারা একই সময়ে তাদের স্বাভাবিক পরিপূর্ণ অনেকটুকু ঐতিহ্যে গেছে। কাজেই সারির এক অংশ আসে অম্ব থেকে পিছিয়ে পড়ছে।

সেন্দ্রনের সর্বনিম্নে যদি একটা নিচে যায় তাহলে আলোর নোবাল সব সব তরাই করা না। খারাপ নামান্ত্রা থেকে দের হবার সময়ে অথব একটা জুনে তার উঙ্গে ব্যাপার থাকে।

কাজেই, তখন সারি বজায় রাখা যাভো পুরো সেন্দ্রনকে উঙ্গে একটা একটা নিচে যায়। এখানে সেন্দ্রনার অ্যালায় আসে এবং খারাপ নামান্ত্রার যাত্রায় একটা নিচে মাধ্যম পার্থক্য করে না। তিনি সেন্দ্রনের গতিসরুত না, তাই আলোর অন্য একটা করে যাতে আলোকের দেরকে ঘোষ হয়।

সেন্দ্রনের উদ্যোগের সাথে আলোর প্রতিসংঘরের মৌলিক কেন পার্থক্য নেই, দুটা একই ব্যাপার।

এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাতের সময় আলো কর্তৃক যাকে যায় তা নিউনু করো আলোর প্রতিসংঘরের উপর। সেজা করো বলা যায় যে মাধ্যমের প্রতিসংঘরক চর বীর্য সেন্দ্রনের পরিসংঘরের সময় আলো তাদের বেশি থেকে যায়। তাই একটা জিনিসের প্রতিসংঘরক নিউনু বেশি থেকে বেশি করে রুণু হয়। এই করলে তাড়াও এমন ধরনের পার।

প্রতিসংঘরক যার করার কর্ম আলো আলোকের পরিসংঘর মাধ্যম করার হয় না, আলোক এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাতে সময় কর্তৃক যাকে যায় তা দেখা দেখে কর।

একটি চক্ষু বা অন্য কোন যাছ তিনিস পেলে তাকে যারা হাতে তার প্রতিসংঘরক
বোঝাতে পারবে। প্রথমে সেটিকে একটা সাদা কাগজের উপর রেখে চারদিকে পেশিয়ে দাও নয়, কেন পরে কাঁচের টুকরোটি সরিয়ে নিলেও তুমি জানতে পার টিক কোনটি টুকরোটি ছিল। এখন একটা পিন টিক কোন রেখে কাগজে রেখে দাও কেন সোলা দাঁড়িয়ে থাকে, না যাক এটি ১ নং পিন (নিচের ছাদ)। এখানে ২ নং পিনটিকে শে

একটা দুর্বল এবং এক পাশে গোঁথা দাও। এখন কাঁচের দিকে দিয়ে তাঁকায় তুমি ৩ নং পিনটিকে কোনো পরে দেখা একটা ছোট কাগজে দাও দেখা ফেলা ২ নং, ১ নং এবং ৩ নং পিনটি টিক একটা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে। মনে রেখা কাঁচের উপর দিয়ে তাকালে কিন্তু সেখানে পিন তিনটি আউট একটা লাইনে দাঁড়িয়ে দেই, প্রথমে কাঁচের নিচে দিয়ে তাকালে খোলা যে পিন তিনটি একটা লাইনে। এখানে কাঁচের টুকরো এবং পিন তিনটি সারাধেয় সারাধেয় নিয়ে ১, ২ ও ৩ নং পিনের আয়তন তিনটি বিনো একটা নাও। এখন পেশল দিয়ে তিন যে কোনো যেন কোনো একটা সারাধেয় আঁক। তাই বল নগুন কোনো কোনো একটা ভালো যেতে আরেকটি সারাধেল খোলা আঁক। এই কাজটির ক্ষেত্রে হয় এখন রেখাটি নাও। এখন দুটি কিন্তু খোলা দেখা আঁক। এপকরে দুইবিটি দেখা দেখাও আঁকান বল এবং প্রতিসরণ প্রতিসরণ বল সারাধেল একটা নাও।

আপাতন লম্বক প্রতিসরণ লম্বক দিয়ে তাঁকায় তুমি কোনো প্রতিসরণ করে বা প্রতিসরণ করে বাঁচান। পুরো পরিসরটি আরেকটি আরেকটি অন্তর্ভুক্ত করা তাঁকায় আপাতন বল এবং প্রতিসরণ বল অন্তর্ভুক্ত হবে। কিন্তু আপাতন লম্বক প্রতিসরণ বলের দৈর্ঘ্য দিয়ে বাঁচান তাঁকার লম্বকে একটি হবে--কারণ প্রতিসরণ আপাতন বল সম্পর্কে একটা কয়েক কোনো বা পাশপাশি একটা করে চোখে দেখা নিয়ে পার—নাম খোলার একটি বাঁচান হবে।

আমাদের প্রতিসরণের আয়তন আপাতন প্রতিসরণের অনেক উদাহরণ দেখা যায়। করাের দিনে দুটি মাটিকে ভালো দেখা যায় মাটির কাঠে সবকিছু থাকা করে কাঁচে।
গরম মাত্র কাছাকাছি বাতাস ফিরিয়া হয়ে উপরে উঠে যায়। হালকা বাতাসের প্রতিসরাকেও কম, তাই আলো। উপরে উঠে হেঁচে হালকা গরম বাতাসের ভিতর নিয়ে আসার সময় না দিকে ঢোকে যায়। দেখে মনে হয় সবচেয়ে বুকি ধরিয়ে করে বদলে।

বর্তমানে ঠিক একই কারণে মহিলা দেখা যায়। মাটির কাছাকাছি বাতাস গরম হয়ে যায়। তাই দুর থেকে কোন গাছগোলো দেখতে অনেক সময় গাছের নিকে আরোহন প্রতিষ্ঠা দেয়া যায়। মনে হয় বুকি গাছের নিচে পানিতে গাছের প্রতিরোধ তৈরি হয়েছে।

আলো এই প্রতিষ্ঠাটি তৈরি হয় যৌথা যাওয়া আলো দিয়ে। উপরের হল বাতাস থেকে হালকা বাতাসে আলো ডাকার সময় আলো অনেক সময় এভাবে ঢোকে যায় (নিচের ছবি)।

![Diagram](image)

দুটি ভিন্ন ভিন্ন জিনিসের প্রতিসরাকে যদি একই হয় তবে দুটিকে একটি থেকে অন্যটি আলাদা করা দুর্বল। এটি ধারায় করে ষে মাছ করা দুর্বল, তবে তার জন্য স্থানের সাধারণ প্রতিষ্ঠা না করে একটি করল পাদত্ব এবং পাইলস হ্রদ সেটি একটি প্রতিষ্ঠা নির্মাণ করে।

স্থানে বসানো সামরিক পাইলস একটি স্থান দেয়ার জন্য করা দুর্বল। একটি স্থানে পাইলস জন্য একটি স্থান দেয়া যায়, কিন্তু একটি স্থান স্থানে স্থান দেওয়া যায় না, যেহেতু পাইলস স্থান দেওয়া যায়। পাইলসের কর্তৃক স্থানের স্থানের সমাপ্তি স্থানে সমাপ্তি হয় থাকে এবং তিনি একটি স্থান দেওয়া যায়।

বিশেষণ

আমার একটি আলোর বিশেষণ দিয়ে একটি রথাও বলল। বিশেষণের কথা প্রথম আলাদা তীক্ষ্ণ করে যায়, এরপর আলোর পর্যায়ক্রমের অন্য কথা পরিবর্তন হয় না। আলোর বিশেষণ কিছু সমস্যায়ই হয় থাকে, কখনো বেশি অথবা কখনো কম।

আমার চাহিদা এত যে চমৎকার রথার ভবিষ্যত দেখি তার পেছনেও চলেছে আলোর বিশেষণ। একটি জিনিসের একটি নিদর্শন রথ থাকার অর্থ যে জিনিসটি পর্যন্ত ঐ রথের

১২
আলোকে প্রতিফলিত করে, অর্থাৎ সব বোঝা বিশ্লেষণ করে নেয়। রো নিয়ে আলোচনা করার সময় আমার সেটা আরে দুটির ধীরে ধীরে দেখ।

তাহলে আসলে তাহতা জান আলো এক ধরনের শক্তি। শক্তির কোন দ্বারা সেই, সেটা সব সময়ই কোন না কোনও তার থেকে যায়। তাই যখনো কোন কিছুতে আলোর বিশ্লেষণ হয় তাহলে সে কিন্তুটির শক্তি বের করে যাওয়া উচিত। আমাদের তাই হয়, আলোক বিশ্লেষণ হলে কিন্তুটির গরম হয়ে ওঠে। পুরুষ সহজভাবে সেটা পরিশেষ করতে পারে, একটা কালো জিনিস আয়নাটা সদা জিনিস খানিকক্ষণ রেখে দেয়া দিলে দেখে কালো কিন্তুটি কোন আঁকাটা গরম হয়ে উঠে। তাই কোন হচ্ছে কালো জিনিস সব আলোক বিশ্লেষণ করে নেয়, কিন্তু ফোটে না। তাই আলোক প্রতিফলিত হলো তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সদা জিনিস আলোক প্রতিফলিত হতে যায়, বলতে গেলে কিন্তু বিশ্লেষিত হয় না, তাই সদা জিনিস সহজে গরম হয়ে ওঠে। একনিচ্ছই বুলতে পেরেছ কেন তারকাপুড়ি সবসময় সদা কাপড় পরে থাকে। ঠিক একই কারণে ফ্রিকটে সেটা মাত্র নাগ্রা কাপড় পরা হয়, বোলে দীর্ঘ সময় থাকতে হলে সদা কাপড় পরা সবচেয়ে উত্তমের বাজ।

আলো থেকে প্রথম তাপ শক্তি সরবরাহ করা না, অথবা কোন বর্ণনা শক্তি পাওয়া যেতে পারে। কিছুটা কান্দা এবং ক্যালর বিনিস আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে সেটি বিদ্যুৎের সুষ্ঠুতা করে। আলো থেকে রাসায়নিক শক্তি সহজে সবচেয়ে সহজে উদ্বোধন করা যায়। আলোক প্রতিফলিত হচ্ছে একটি বিনিস রাসায়নিক গ্যাস ঘটতে থাকে, যা থেকে প্রথম কোন তাপ সহজে হয়। আলো থেকে প্রতিফলিত হচ্ছে সময়। বর্ধন শক্তি সরবরাহ করা যায়। যখন মাত্র ক্রম এসে উপর পাতা হচ্ছে সেই ক্যালর দিয়ে তাকে সহজে উনিশ সময় তারকাপুড়ি থেকে হচ্ছে। কারণ সেটা কাপড় উপর পাতা ক্রমে প্রতিফলিত পৃথিবীর দিকে হচ্ছে ঠালু আটের। সেই একই ক্রম তুলকের যেকালে সবচেয়ে প্রায় একই দিকে থাকে। সুগতা আলোক যে তুলকের দিকে থাকে তুলকের দিকে থাকে সেটা কোথায় হচ্ছে।
পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন
তথ্য তিনিদিন কালে আমার যেকার হার তিনি দিয়ে আলো হেতু পাবে। কিন্তু এমন কি হতে পারে যে একেবারে পথ তিনিদিন অর্থ তার তিনি দিয়ে আলো একুরু হেতু পাবে না, উক্তি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসার? যদিও ব্যাপারটিই অসম্ভব মনে হচ্ছে কিন্তু
আলাদা সত্য তাই হতে পারে। তবে হতে পারে এখনি বুঝতে পারবে। আমরা আপনাকে বলেছি এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যম থেকের সময় আলাদা থেকে যায়। আলাদা চিত্র কিভাবে ঠিক দেখতে যা সেই সমস্ত ভাব দরকার। আলাদা যখন হলেন মাধ্যম থেকে যখন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন (নিচের ছবি) সংরক্ষণ ক্রমে আলাদা কপি থেকে ছোট হয়ে যায়। কোথায় হয় তা নির্ভর করে মাধ্যম দুটির প্রতিসংখ্যার উপর। কারণ এই ক্ষেত্রে আলাদা কপি যখন ছোট কিছু হতে ছোট অথবা না তখন আলাদা দরকারই যখন মাধ্যমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু আলাদা যখন যখন মাধ্যম থেকে হলেন মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন বাড়াও তা না, কারণ এরকম প্রতিসংখ্যা কোন হতে আলাদা কপি থেকেও

বড়। কাজেই আলাদা কপিটে যদি বড় করতে পারে যখন প্রতিসংখ্যা কোনটি হতে আরো অনেক বেশি বড় এবং এক সময়ে প্রতিসংখ্যা কোনটি এটা বড় হতে দেয় আলাদা বাড়াও যখন মাধ্যমে গা থেকে যা হতে হবে। আলাদা গা থেকে গা হতে না, তখন পুরুষীটি প্রতিফলিত হয় যায়। চিত্র দেখায় আলাদা কোনটি হলেন আলাদা পুরুষীটি প্রতিফলিত হয় যায় তখন নয় নয় নয় কোনটি। যখন যখন, আলাদা বাড়াও এক মাধ্যমে থেকে অন্য মাধ্যমে প্রবেশ করে তখন পুরুষীটি কিছু সংরক্ষণ হতে প্রতিফলিত হয় যায়। আলাদা এই ধরনের প্রতিফলনের নমুনা যা এর নিয়ম।

কুইন্থরে তুলে পাওয়া দুটি মাধ্যম মাধ্যমিক ধরনের যে একটি থেকে আরো কাজে যেতে পারে যেখানে সর্বনাশক সত্যি নয়। যখন মাধ্যমে আলাদা হলেন যখন মাধ্যমে তুলে পাওয়া আলাদা কপি থেকে কম হয়।

আলাদার এই ধরনের কাজ বৃদ্ধি করে মাধ্যমের মতো করা সম্ভব। সর্বনাশক সত্যি যুদ্ধ হয় কোন চিত্র চিত্র করা। একটি চিত্রের চিত্রাবতারের প্রস্তাব থেকে খুব শুরু করে কোন লাইনের নির্দেশ এক গ্রাফ পাওয়া যেতে পারে। লাইনের গ্রাফ পাওয়া নির্দেশ দেখতে পাওয়া যেতে পারে তখন কোন চিত্র চিত্র করা।
এটি করে সেদিন তা হির পূর্ব অভাবগুণ প্রতিফলনের ফলে প্রতিফলিত হয়ে পড়ে যায়। পূর্ব পানির তুলনায় বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়। এই প্রমাণটি যে খাদ্যের বিভিন্ন ফল দেখা যায়।
দিয়ে তোমরা ঠাকুর দেখার চেষ্টা করেছ তোরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ সেখানে বিছ সমুদ্র দেখা যায় না। মাঝে ঠাকুর একটি বিশ্বাসে তোর বলে তোরা কিছু সর সমুদ্র দেখতে পারে। তুষ্টী ঠাকুররা ঠাকুর বিশ্বাসে দ্বার চলে পানির সমুদ্র যায় বলে তোরা মাঝে মত দেখেচ সর সমুদ্র দেখতে পারে। তুষ্টীর চলে চলে তোরা ঠাকুররা পানির সর জন্য সর বলে। এই ঠাকুররা যদি নিজেরা সব ঠাকুররা পানির বিছ ঠাকুর বলে একটি কিছু ঠাকুর বলে নিয়ে পথ তোরা ঠাকুররা পানির নিয়ে দেখতে পারে। অসার ব্যাপারটা খুবই সহজ, অন্য কথা যে ঠাকুর বলে মনে চলে কিছুই পানির না বলে। একটি ধোঁয়া বা পালিকার পথের সম্পূর্ণ যথাযথ পানির পানির কিছু ঠাকুররা আরেক নিয়ে পানির চলে হয় এই ধোঁয়া। পানির অনেক স্টেট ঠাকুর দিয়ে চেষ্টা করেছ দুর পথে বলে তোরা যায়, তবে ঠাকুর ফিরে দিয়ে পানির তুলতে পারে বলে নলটির থেকে পানির একটি বোঝা নলটির তুলতে পারে বলে নলটির থেকে পানির একটি বোঝা নলটির থেকে পারে বলে নলটির থেকে পানির একটি বোঝা। বলে নলটির থেকে পানির একটি বোঝা।
তোমরা যারা পুষ্টি না বড়োতে গোল করার সুযোগ পাও তারা যদি পারিত নিচে পেরার এই চরমটি তৈরি করতে পার তাহলে পানিতে যাঁ, গাছপালা, শাপলা, শালু, কাঁচের ছাড়াও আরো একটি নতুন জিনিস দেখিতে পাও। এটি হচ্ছে অত্যন্তপ্রাণী প্রাণকেলার জন্য নিজের জিনিসকে (পুরুষী শালুর ছদ) পারের উপর দেখা। ছদিতে বোনটি কি জন্য দেখা যাচ্ছে তা আর বলে দেয় কেন না তোমরা এটাকে ধরা হিসেবে ধরে নিয়ে নিজেকেই বের করে চেষ্টা কর।

লেখাই

তোমরা সবাই কেননা না কেননা নিশ্চয়ই এখানে মোক্ষ। যার অন্য কোনো ধরনের লেখাই প্রাণি তোরা নিশ্চয়ই চরম মোক্ষ। চরম কাচ তো এক ধরনের লেখা যাঁ আর কিছুই না। স্বপ্নের না, ক্যামেরা, টেলিফোন মহিরের মাশ অবসানের প্রচুর বা যে কোনো জিনিসের পেরার আরো আসার বিশাল করতে হয় সব আরও তাই আসার প্রাচুত।

আলার এক ধরনের থেকে অন্য মাঝে থেকে থেকে থাকে ধরনের থাকতে হয় তা কেনা বলে লেখাই না, উল্লেখ না এবং অতেলে না। বুঝতে হেসার বলতে চাইলে বলা যায় আলার লেখা জিনিস দেখার দেখায় প্রথমবারের কি বিষয়কে বর্ণ লেখা, যারা বকালে না যে দেখার সত্যিই কথা কথে।

বুঝতে হেসার বলতে চাইলে বলা যায় আলার লেখা দেখায় প্রথমবারের কি বিষয়কে বর্ণ লেখা, যারা বকালে না যে দেখার সত্যিই কথা কথে। সত্যিই কথা কথে যে দেখা দেখে বলা যায় আলার লেখা দেখায় যে প্রথমবারের কি বিষয়কে বর্ণ লেখা, যারা বকালে না যে দেখার সত্যিই কথা কথে।
দূরত্ব নেই। কিন্তু অবশেষ লেন্সের ছাদের গলা আলো আসলে একটি রিন্ন থেকে দেখা হয় আসছে, তাহলে এই রিন্ন থেকে অবশেষ কোনটির দূরত্বকে বলা হবে সেটির ফোকাস দূরত্ব। যে লেন্সের পায়ের হতে বেশি তার ফোকাস দূরত্ব তত ছিল। কেউ যদি বলে তার চলমান পায়ের ২ তার জন্য হচ্ছে তার চলমান লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ১-২ = ২.৫ মিটার (এক মিটার হচ্ছে এক পায়ে যে ইনির কাছে আছে)। আরার কেউ যদি বলে তার চলমান লেন্সের ফোকাস দূরত্ব ৪ মিটার তাহলে বুঝতে হবে সেটির পায়ের ১-৪ = ২৫। কেবল বুঝতে পারে ফোকাস দূরত্ব দিয়ে ১ কে ভাব দিলে লেন্সের পায়ের দেখা হয়, আরার পায়ের দিয়ে ১ কে ভাব দিলে ফোকাস দূরত্ব দেখা হয়। তবে দূরত্বই ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার, আরার পায়ের দিয়ে ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার, তথা ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার, আরার পায়ের দিয়ে ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার। অবশেষে যে রিন্ন থেকে সেটির ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার, বলেন ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার। অবশেষে যে রিন্ন থেকে সেটির ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার, বলেন ফোকাস দূরত্ব দেখা হবে মিটার।  

এবার যদি দেখে যে লেন্সের বিভাগ দিয়ে আলো যাবার সময় কি হয় তাহলে ফোকাস দূরত্ব দিয়ে কী এবং অবশেষ দেখা দিয়ে যে যে লেন্স দেখা হবে যে যে দেখা হবে পুরো হয়। অবশেষ লেন্সের চাপায় প্রকাশ হচ্ছে এক স্তোত্র যে চাপা পর্যন্ত লেন্সের চাপকানোর বাধা। অবশেষ লেন্সের চাপায় প্রকাশ হচ্ছে এক স্তোত্র যে চাপা পর্যন্ত লেন্সের চাপকানোর বাধা। একটি সাফাির চাপায় কথাই পরিমাণ করা দেখলেই তার কথাটি পাপার তার তাপুমুকতার কথাটি দেখলেই তার কথাটি পাপার তার তাপুমুকতার কথাটি।
একইভাবে অবতল লেনে এর উল্টো যাগাযাগি ঘটে, ফলে ভিনিসটা দেখা যায় ছোট, ছোট দেখা যায় লেনে যে দেখার জন্য নেতৃত্বের ফোকাস দুরত্বের নিয়ম দুটি রাখতে হয়। অবতল লেনে যেরমন বোন নিয়ম দেই, যে বোন নিয়ম দেই রাখা যায় এবং সরাসরী একটি ছোট দেখা।

উত্তর লেনে বোন ভিনিস ফোকাস দূরত্বের বাইরে রাখতে হয় কি হয়? চিনি অনেকের মত (পরবর্তী পদং চুল) হবে দেখার কিছু বেশি নিয়ন্ত্রণে হয়েছে, সেহেতু একটি আলোকাঙ্কারিতা ফোকাস দিনুয়াড় নিতে হবে আর একটি ছোট লেনের মাধ্যমে দিয়ে লেনে নিতে হবে। এখানে দোস্তুকারি ফোকাস দুরত্ব থেকে যত দূর থাকার আলোকাঙ্কারিতা দুটি আলোকাঙ্কারক মত দিতে থাকে না, তবে সম্ভাব্য এক বিনোদন দিতে হবে।

মেরুতির সাহায্য নিতে দেখার এইভাবে এসে নূরের মাধ্যমে তার প্রতিরূপ ঘটাতে হবে। তাই কেউ অল্পাচ্ছ সেটার এই বর্তমান আলোকাঙ্কারিতা উপায়ে দেখতে পারে। আলোকাঙ্কারিতা থেকে এখানে একটি দুর দূর প্রকৃত রয়েছে—মন হয়ে আলোকাঙ্কারিতা দেন নূরের মাধ্যমে তার প্রতিরূপ ঘটাতে হবে। এককে এখানে একটি দুর দূর প্রকৃতপ্রকারে একটি শিলার প্রতিরূপ দেখতে পারে। তুমি দেখা দেখাতে তুমি দেখা দেখাতে তুমি দেখা দেখাতে প্রতিরূপ দেখতে পারে। এককে এখানে একটি উল্টো লেনে যে দেখার জন্য নেতৃত্বের ফোকাস দূরত্বের নিয়ম দুটি রাখতে হয়। এককে একটি উল্টো লেনের দূরত্বের নেতৃত্বের ফোকাস দূরত্বের নিয়ম দুটি রাখতে হয়।
প্রতিবিধে সদস্যের লেখার ফকার দুরত্বের কাছাকাছি তৈরি হয়। কাজেই উন্মল লেখা থেকে দূরের কোন বিজ্ঞানীর প্রতিধেয়ের দূরত্বই হচ্ছে তার ফকার দূরত্ব। দূরত্বের ব্যাপারও হচ্ছে, আকার লেখার ফকার দূরত্ব মাপার এককের যেজ কোন উপায় নেই।

দেখতেই পাওয়া লেখা ধূম দৃশ্য হিসাবে। চূড়া লেখার ধূম দৃশ্যের লেখা হচ্ছে তার অন্তর্গত দূরে তীব্র কোন সজ্জা নেই। তোমার দিকের লেখার শুরু শর্ত হবে, তবে সেগুলো হবে সমাধিক, যা সেগুলো ব্যবহার করে আর মজার জিনিস তৈরি করা কুঁড়িক করছে।

সর্বাঙ্গে সাদা লেখা তৈরির কথা যায় পানির কোনটা দিয়ে। তার পেটিতে পানির কোনটার সময় একটি ছোট্ট গোল আঁকির মত তৈরি করে সেটিতে (পর্যন্ত পূর্ণতা হবে) সাধারণে দুই এক কোনটা পানি রাখতে পারলেই সেটা একটি লেখা হয়ে যায়। অল্প পানি হলে সেটা হবে অন্তর্গত লেখা, সাধারণে আর তৈরি করে একটি পানি বসিয়ে দিতে পারলে সেটা হয়ে যায় উন্মল লেখা। প্রায় বা রাখতে শুরু দিয়ে ছোট ফুটা করে তার উপরে পানির কোনটা বসিয়েও লেখা তৈরির কথা হয়।

এই লেখার সমস্যা হচ্ছে এগুলো কুঁড়ি ফকার, দূরত্ব ধূম কম। যা দ্যান পানি বাঁশীভূত হচ্ছে উন্মল দিয়ে যায় বেশ তাড়াতাড়ি। পানির কবলে টিসারিক ব্যবহার করলে বাঁশীভূত হওয়ার সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ডুড় আকাকির লেখা থেকে বসে তৈরি করা একটি কোনটার ব্যাপার। পানির কবলের কোন দূরত্বের পানির পানির বর্ণ কম ফকার দূরত্বের (বেশি পানির) উন্মল লেখা তৈরি করা সজ্জা। পুরোনো বালের গোড়ার সাথে সাথে সেটা প্রায় পানির কবলের
নানাকিছু পরিকল্পনা করে দেখতে পাওয়া যায়। যখন কোনো পণ্যের প্রথম দৃষ্টিতে তৈরি হয় না, তখন তাই দেখা যায়। এই কোনো দৃষ্টিতে তৈরি করা হয়, তাই এর নাম নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।

লেসের ব্যবহার
টেলিস্কোপের একটি খুব বড় দৃশ্য পাওয়ার আবেকটি যুক্ত অংশ যুক্ত হবে এবং এই অংশ দৃষ্টিতে তৈরি করা হবে এবং এই অংশ নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।

লেসের দৃশ্য পাওয়ার আবেকটি যুক্ত অংশ যুক্ত হবে এবং এই অংশ দৃষ্টিতে তৈরি করা হবে এবং এই অংশ নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।

লেসের দৃশ্য পাওয়ার আবেকটি যুক্ত অংশ যুক্ত হবে এবং এই অংশ দৃষ্টিতে তৈরি করা হবে এবং এই অংশ নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।

লেসের দৃশ্য পাওয়ার আবেকটি যুক্ত অংশ যুক্ত হবে এবং এই অংশ দৃষ্টিতে তৈরি করা হবে এবং এই অংশ নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।

লেসের দৃশ্য পাওয়ার আবেকটি যুক্ত অংশ যুক্ত হবে এবং এই অংশ দৃষ্টিতে তৈরি করা হবে এবং এই অংশ নামকৃত হয় টেলিস্কোপ।
এর মতে সরকারের ন্যায় বিধি পাওয়ার কয়েকটি লাগিয়ে আনো, এর নাম অভিনন্দন লেখ। অভিনন্দন লেখার আকার অসুসন্ত। পাওয়ার মত বড় বাছাইরের হওয়ার কেন প্রয়োজন নেই। এর মতো নলটির ভেতারে সরকারের নলটি দুইটি যুক্ত। অভিনন্দন লেখার তোখ লাগিয়ে দূরের কেন নিনিয়ে নিকে তাকাও। মোট নলটি একটি সামনে পেছনে করে।

নলটি টেলিফোন ও সামান্য টেলিফোনের

ফেস্টিভান্ড করে দিলে দূরের সিনন্দি খুব কাছে এবং খুব স্পষ্ট দেখতে পারে তবে উল্লেখ।

সোসাইটি ইন্ডিয়া ব্যবহারের সময় যে সিনিনটি ব্যবহার করে ছত্তি ছিল একল অনেক বড় করে প্রয়োজন হয় না সেটি নাম প্রকৃতি। তুলনা হয় করে প্রকৃতির। তুলনা হয় এই সত্ত্বা বাড়া করে যে এটি দেখায় দুটি লেখার কঠিনতা বাড়ত। তাই এটি নেতা টেলিফোনের কথা লম্বা থেকে।

প্রজেক্টের ২ সিনেনা ও স্ট্রীট লেখনের সময় যে সিনিনটি ব্যবহার করে ছত্তি ছিল একল অনেক বড় করে প্রদর্শনী হয় এই নাম প্রকৃতি। তুলনা হয় এই সত্ত্বা বাড়া করে যে এটি দেখায় দুটি লেখার কঠিনতা বাড়ত। তাই এটি নেতা টেলিফোনের কথা লম্বা থেকে।

প্রজেক্টের ২ সিনেনা ও স্ট্রীট লেখনের সময় যে সিনিনটি ব্যবহার করে ছত্তি ছিল একল অনেক বড় করে প্রদর্শনী হয় এই নাম প্রকৃতি। তুলনা হয় এই সত্ত্বা বাড়া করে যে এটি দেখায় দুটি লেখার কঠিনতা বাড়ত। তাই এটি নেতা টেলিফোনের কথা লম্বা থেকে।
পুষ্টিগুলি পর্যন্ত ফেলতে পারে, কাজেই সবসময়ই কম প্যাট্রে বলে ব্যবহার করা উচিত।
কাজের ইং: আগেই বলে রাখছি এই ক্যামেরা দিয়ে কিছু কিছু তোলা সত্ত্ব নয়, অথবা ক্যামেরা বিভাগে কাজ করে তার একটি ধারণা হবে। পিনহোল ক্যামেরা কিভাবে তৈরি করা হয় (নিচের ছবি) আগেও বলা হয়েছে। ঢিক সেভাবেই সরকিছু তৈরি করে সমস্ত সরকারী প্রতিষ্ঠানের উত্তর গচ্ছ লাগিয়ে নিলেই সেটি ক্যামেরার প্রতিষ্ঠা করবে।

পিনহোল ক্যামেরার
মূল নীতি:

কাজ করবে। পিনহোল ক্যামেরার অব দৃষ্টিপথ যত দীর্ঘই ধারকে মেশ সরুটি একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি হয়। এই ক্যামেরার প্রতিলিপির অব দৃষ্টিপথ দীর্ঘ ঢাক না হলে সম্পত্তি পতিমৃত্তি তৈরি হবে না।

রাখবে সামনে সর্বপ্রথম
মূল নীতি, তৈরি অপরিসীম ক্যামেরার:

ফিলাসমাই ইং: উত্তর দেখতে দেখার দিয়ে গ্রাহকদের কাছ করা সত্ত্বেও, অবশ্য যেমন পূর্বে আলো খসান তখন। লেপটি রেখে বললে লেপের কোনো ঠিকপাড়ে আলো এর মিলিত হয় সেখানে প্রচুর আলোর সৃষ্টি হবে। ধুম শুরুর পরে কাল্পনিক ধারণাকে বিস্তারিত মাত্রায় আলোচনায় পরিচালনা করা। ধুমের সর্বশেষে দেখতে যেয়া না কত্তা নয়। আরে একটি ব্যাপার, কবে কোনো কাজ করে সেই কাজ নিয়ে সর্বশেষ দিকে তাকিয়ে দেখতে যেয়া না সুরভি করতে দেখায়, যেমন চাপের পুরোপুরি সতর্ক হয়ে ডেকে পারে।
আলো ও তরঙ্গ

আলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত অনেক কিছুই বলা হয়েছে, এমন কি আলো বিজ্ঞান কের কিজন্য নানা ধরনের মজার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সম্ভব না সম্পর্কে আলোচনা চেয়ে দেয়া হয়েছি। এমন কারণ যার তথ্যকে বিবেচনা করে আলো কিউন্টিয়া বা যুথুন করে যাওয়া? আমরা সবাই আলো দেখে এবং তার মতো আবার কেউ মান হতে পারে একটি খুব সহজে দেখাতে পারে না, আমরা তাতে দেখতে পারি না। কিন্তু আমাদের প্রদত্ত উভয় কিছুই একটি বিদ্যমান দেখা যায়। তাই এখানে একটি বিদ্যমান প্রশ্ন হওয়া যায়, আলো হচ্ছে পটু কিছু দেখা যায়? মাঝার স্বাভাবিক আলো বা অভিজ্ঞতা আলোর কথা বলতে তার স্বাভাবিক আলো দেখা যায় না। হরা এই বিভক্ত আলোর কথা বলতে তার স্বাভাবিক আলো একটি পর্যালোচনা করে যায়। তাই একটি বেদনা দেখা যায় না। এর মধ্যে শরীরের ভেতর নিয়ে একটি সহজেই চলে যেতে পারে তবুও একটি খুব সহজে দেখা যায়। আলোর কথা তার সাথে এই সময়ে আলোর স্বাভাবিক সমীকরণ লিখতে হবে যাতে একটি বিদ্যমান দেখা যায় না। এই গল্পের মাধ্যমে আলোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দেখা যায়। তাই এই গল্পের মাধ্যমে আলোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দেখা যায়। তাই এই গল্পের মাধ্যমে আলোর স্বাভাবিক প্রক্রিয়া দেখা যায়।

আলোক হচ্ছে খুব কম পর্যায়ে একজন বিজ্ঞানী করেই অগ্নিতে তার সুবিধাজনক মাল্যবোধের সমীকরণ লিখতে হবে। সেই কথার ফলে পোস্ট আলো হচ্ছে খুব কম পর্যায়ে। তাড়িত কথার একটি খুব কম পর্যায়ে। পালিত হচ্ছে খুব কম পর্যায়ে। আলোক প্রক্রিয়া না সরকার লোক পর্যায়ে যান হয় একজন না। ফাঁকেই না খুব খুব পর্যায়ে।

পারবে আলো হচ্ছে খুব কম পর্যায়ে। একটি ধরনের তরঙ্গ। মাঝারেই যে আলো আলো দেখা ও সব আলো আলোর তাতে অগ্নিতে এর সবই হচ্ছে টাচিং ফেন্টি এবং টুলপ্রস্তুত উপরের এক ধরনের তরঙ্গ।
তোমার অনেক টেক্সট পেয়ারা ক্যাসারটি ভাল করে ভালুকে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি।

ঠিক তোনি চেন এবং ঢাকার কেননা ডাক হতে একটি সাথে সময় করলেই আসান অনেক অনেক পরে। তোমরা অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি।

তোমার অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি।

তোমার অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি। কিশো অনেক থাকবে তোমার কাছে পাড়ি।
ব্যক্তিগত

আলো চাহিদা যে একটি ধরনের ভাষা বহু বংশার পরিপ্রেক্ষিত করে দেখা হয়েছে। অজ্ঞাত সব পরিপ্রেক্ষিত যে কেউ কেন দেখে পাওয়া সহজ। যদিও বেশিরভাগ পরীক্ষা করা অনেক বেশ না কোন ধরণের বিশেষতার দরকার, তবুও একটি দুই তিনির ঘরে বসে হতে পারে যেরূপ নিজেই করা সম্ভব। আলোর বাস্তবের বিশেষতার অস্বীকার। যখন কেন এখন থেকে আলো করলে বুঝি যে আমারা দেখতে পাই।

প্রথমে বলতে হয় ব্যক্তিগত কথা। সুধীর আলোর যদিও কেন বসে যায় না, আসলে দেখানো সব কাজ রয়েছে। কারণে অনেকগুলো বাধা মিশিয়ে দেখা বলতে বলতে যায় না, তাই সুধীরের আলোতে যে যোগ রয়েছে সেটি আলো কথা বুঝতে পারি না। তবে অনেকের বিশ্বাসের আলো করা সত্য পালন আর করা সত্য সাধনাতে। ব্যাপারটি খুব কঠিন হয় তবে তার অলাভ আর কম যোগ জন্ম দিবে।

আলোর যখন প্রতিসরাখ নিয়ে আলোচনা বলছিলাম তখন একটি খুব দায়িত্বি কথা অনেকের সাথে রাখার জন্য এই করে একটি মার্গ রয়েছে কিন্তু হয়ে আলোর বিদেশীয় উপর নির্ভর কর। অর্থাৎ লাল আলো হলো মাধ্যমে না দেখা অর্থাৎ সময় ফেলে রেখে যা সবুজ আলো তার থেকে বেশ বিশ্বাস, নীল যা বেশী আলো আর বেশি। আলোর জন্য বিশ্বের মিশিয়ে দেখাটি বেশি করতে হবে কেননা যে বিশ্বাসের তথ্য বিদেশী তথ্য বিদেশী। কিন্তু একটি বিদেশী তথ্য পরবর্তী করে যে উপর নির্ভর করে এটি কম বা বেশি হতে পারে। তবে ভাবায় কথা হলো যে, প্রতিসরাখ বলতে আলো তাদের উপর নির্ভর কর যে সেটি ব্যাপারে একটি কিন্তু না। সবচেয়ে বেশি প্রতিসরাখ যে কেনে কোনো প্রতিসরাখ তুলে নেয়। তবুও এই কথা কিন্তু তুই এটি বাছাই কর সুধীর আলো থেকে কেনে বললি পাশাপাশি সত্য।

মনে করলে তখনকার মনোবিশ্বাস আলো একজনের মিশিয়ে একটি সাহায্যের মিশিয়ে একটি মাধ্যমের ভিত্তিই সহজ করতে দেয় যা আলোকের ফলাফল ব্যাপার নয়। তবুও তালে আলোকের প্রতিসরাখ বলা মিষ্টি একজনের মঙ্গলে একটি সত্য সত্যি আলোগুলো ভাগ
হয়ে হতে চেষ্টা করে কিংবা ভালোভাবে তাঁর হয়ে আলো আলো কোন থেকে নেই। আলো আলো দিক থেকে লাই হয়ে আসে তখন আলোর সময় যে অবস্থায় উত্তরা দিয়ে একাদশ করল একটি নকশা থেকে যায়, ফলে যে কয়েক তঙ্গ একটি নকশা থেকে যায়। আলোর আলো আলো আলো করে জ্যোতি পান। তাঁর দুই পৃষ্ঠ সমষ্টির মধ্যে এক বায়ুর মাটি থাকে। সমষ্টির মধ্যে একটি রূপক একটি নকশা থেকে যায়। এই নকশার আলোর আলো একটি নকশা থেকে আলো নিচের ছবি হয়ে যায়। নির্দেশনা প্রথম এটি করে বোঝানো তৈরি করেছিলেন। তিনি আলোকাত্মক নকশার সাথে থাকে।

আরার সর্বশেষ রূপকে মিশ্রিত হয়েছিলেন। তামাতের পক্ষে হয়েছে নকশা মেধাকু করা দুই সহজ না হয়ে পান। তাই যেন রেখে দিন একটি নকশা দুই পৃষ্ঠ সমষ্টির মধ্যে দিয়ে ব্যবহার করবে। সর্বোচ্চ সুপরিসংখ্য যেখানে দিয়ে শুরু একটি আলো পানির বন্ধ করে রেখে। একটি পানি নামিতে পানির নিচে দিয়ে রেখে। একটি আলো পানির নামিতে দিয়ে আলো আলো প্রতিফলিত হয়ে পানির দেয়।

পানিতে রোসালে আলো
পানিতে বাঁধা করে দেয়ালে আলো দিয়ে পৃষ্ঠ আলোকে ভেঙে বলতে তৈরি করা হয়।
আলোচনাটি তার হস্তায় যখন যে ব্যাপারটি ঘটেন গ্রিনহাউসের ভিতর থেকে একই ব্যাপার ঘটে যাকে। কাজেই দেখা যায় তার পাঁচির দুই মুখে। আবার এক টাকা স্তরের পার্শ্বীকরণ বৈষ্ণব যৌথ। জনান্ত নিয়ম যখন ঘরের বাহু একটি ঢেকে আর জনান্ত উপর একটি কান্ত প্রাপ্ত পানি ভিতর করে একে দিয়ে (নিচের ছবি) সূর্যের আলো সেই পানির ভিতর চুরুক, প্রাপ্ত পৃষ্ঠ দিয়ে বের হবে সেই পানির ভিতর তৈরি করে, এটি দেখায় তৈরি না হয়ে।

দৈনানুক্ত স্তরের পানির ধারা এখানে দেখা যাকে রহস্য তারা থেকে।

মেঘের তৈরি হয়। একটা সাদা কাগজে বিচ্ছিন্ন দিয়ে সেটি আছে একটি নিচে থেকে যায়। মনে হয় আলো জনান্ত দিয়ে পুরা রেখে নিচের পানির চূরুক দিয়ে একে যায় তাহলে পানির ভিতর দেখা যায়। এই অন্যান্য একটি দীর্ঘ দিয়ে এক চিহ্ন দিয়ে রেখা চুরুকে দেখা রুপান্তরিত করে।

যারা নিজের কাগজ তৈরি করবে তারা বিশদেই প্রকাশের তৈরি বলে দেখেছ।

সাধারণত বিচ্ছিন্ন দিয়ে যায় কোনো কাগজের পৃষ্ঠ যে হয়ে পার হয়ে গিয়ে বাহু বাধা রেখে হলেই আকাশের রহস্য দেখা যায়। রহস্য তৈরি হয় পৃষ্ঠের কাগজ থেকে।

সূর্যের আলো পৃষ্ঠের কাগজের ভিতর চুরুক পূর্ব অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে বের হয় আস।

যাই তেলে আলো প্রতিফলক রহস্যের উপর নির্ভর করে তাই পূর্ব অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন হয়ে সূর্যের আলো বের হবে যায় (প্রতিফলী পৃষ্ঠের ছবি) তিন তিন বড় চুরুক হয়ে যায়। লাল আলো সূর্যের আলোর ৪২° কোণ করে বের হয়, বেগের আলো বের হয় ৪০° কোণ করে।

সর্বশেষ রহস্যকৃত লাল আলো থেকে উপরে আর পরের আলো নিচ। রহস্য সত্যি সত্যি দেখতে ধনুর মত হয়, তার মানে এই নয় যে
শূর্ষের আলোচ নির্দিষ্ট

পুনর্বাস ধনাকার বৃত্তের কেন্দ্রী থেকে আলো পূর্ণ আভাসগীর্য প্রতিফলিত হয়ে আসছে।
এটি প্রত্যেকটি পানির কেন্দ্রী থেকেই আলো পূর্ন অভাসগীর্য প্রতিফলিত হয়ে আসছে,
কিন্তু পুনর্বাস একটি নির্দিষ্ট বৃত্তকার পানির কেন্দ্রী থেকে আলোগুলো আমাদের দেখে
আনা সত্য। কিন্তু পুনর্বাস ব্যাপ্তিক।

যে অংশ রক্তধূল দেখা, কিন্তু চেখর গুণের সমাধান তারা ইচ্ছা করলে নিকটস্থ রক্তধূল
ঠিক তৈরি করে দেখতে পারে। রক্তধূল সহজে খোঁচা হচ্ছে বেদনের দিকে পিছন দিয়ে
ঠিক মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে
দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে
দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে
দিগন্তে মুখ থেকে পানি সহজে ফুট দিয়ে।

আলোর বৈশিষ্ট্য

চেনার বিশেষ লক্ষে করিয়ে, সবাদের পানি দিয়ে বৃহদাকৃতি তৈরি করলে বা পানির উপর
না ছড়িয়ে পালনের সময় সব রঙ থেকে দেখা যায়। সবাদের পানি বা
চেনার বিশেষ লক্ষে করিয়ে কোন রঙ থেকে দেখা যায়, বৃহদাকৃতি পালন সূর্যের আলোর
কোন রঙ থেকে দেখা যায় তবে আলো প্রক্ষে আসছে। চেনার পথের আলোর তরঙ্গ হিসাবে ধর
নিলে এই বিশিষ্টতা কত সহজে দেখা সম্ভব।

তরঙ্গের সরলীভূত পুনর্বাস দ্বারা নাম বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্য বোঝায় কিন্তু পানির
তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে তরঙ্গ করলে নিসর্গের সুরিতা হয়। চেনার বাছাই তরঙ্গ বা থেকে দেখা
চেনার আলোকন তরঙ্গ হিচাক নাটকে যে কোন তরঙ্গের পানি উপর নিঃসর্গ নাটকে যে কোন
চেনার আলোকন তরঙ্গ বা থেকে দেখা যায় এখানে একই সময়ের একই হিচাক নাটকে যে কোন
ওই একটি তরঙ্গ

৩৮
যখন পাহাড়কে উপরে ভেজলে চোর করছে অন্য তরঙ তখন সেটিকে নিচে নামাতে চেষ্টা করছে, তাহলে পানিটা ওপরে উঠতে পারবে না নিচেও নামাতে পারবে না। ফলে মনে হবে ঠিক ঐ ঘটনাটিতে তরঙের কোন লিপ্ত নেই, বা কোন তরঙই নেই। একটি তরঙ দিয়ে অ্যা অক্ষরক তরঙকে একাধিক ধরনের করে দেয়ার নাম বংশাত্মক বৈজ্ঞানিক। ঠিক এর উপর চলো যায়, দুটি তরঙকে এক ঘটনাটে একাধিক বসিয়ে করা সফল করে দেন দুটি তরঙই একই সাথে সমান্তরালের উপরে ভেজলে চোর করতে আরের একই সাথে নিচে নামাতে চেষ্টা করবে। এর ফলে কাজের একাধিক চোরে দুটি তরঙ একঙ্কুরে যুক্ত করা হয় এই দুটি তরঙের ফাঁস কোনো পানিকে ধরে দেয়ার তরঙকে একাধিক ধরনের করে দেয়ার নাম পঠিক বৈজ্ঞানিক।

কাজেই দেখে পাচন একাধিক ধরনের দুটি তরঙ একটুতে যুক্ত করা হয় এই দুটি তরঙের ফাঁস কোনো পানিকে ধরে দেয়ার তরঙকে একাধিক ধরনের করে দেয়ার নাম পঠিক বৈজ্ঞানিক।


diagram

ঘংসাত্মক বৈজ্ঞানিক

\[ \begin{align*}
\text{একাধিক ধরনের করা} \\
\text{অন্য তরঙের করা}
\end{align*} \]
পালা যখন উপরে ধরায় তখন ডিবয়ের পথ থেকে আঘাত করার মাঝে পাঠাচার হও পারে। এই ধরায় গেটের কোন কোন কোন বলে মনে হয়, কিন্তু একটা অনুশীলন থেকে অন্যায়ভাবে অভিযুক্ত করা পাড়ে। তাই সাদা পানির বুলবুল বা পানির দিকে ছুঁড়তে হয়ের পথ থেকে আমার যে রাস্তা এটার এলে আলা তাঁর বাইরের বাইরের থেকে। তোমরা যদি সাদা পানির বুলবুল তোর করতে দিয়ে দেয়ে খুব গজাতড়ি সেটা দেখা তোর জন্য আমার জন্য এটা মূল্যবান সময় না, এ ধরনের বুলবুল যে কষাব সব সময় না। এটা থেকে পারে যে পানীর দেয় অধিক হয় যাবে।

আলার বাইরের পরিচয় করা অনেক সহজ হত যদি একটা নিষিদ্ধ কম্পন আলার পাওয়া শেষ। পাদার আলায়ের সব কম্পনের আলায় বিচ্ছিন্ন থাকে। তাই বাইরের পরিচয় করা একটা নিষিদ্ধ কম্পন বা তরঙ্গ সংযোজন আলায় অধিক করে দেয়া হয় একটা পুনরায় দেয়া বলে। এলে সেটা কিছু যা যায়, সেটা একটা বিন্যাস লাগে। এটার পরিকল্পনা এই সময়ে তাঁকে পাঠাতে চায়, এই বিন্যাসের দিকে আলায় একটা নিষিদ্ধ কম্পন করার পূর্বে আলা।

নিউটন প্রথম এই পরিকল্পনা করেছিলেন বলে একটা বলা হয় 'নিউটনের রিগ'। কোনো যদি স্মার্ত আলায় এটা করা চায় তাহলে আলায় নির্দিষ্ট করা বলে একটা তরঙ্গ দুটি বৃত্ত থেকে পারে এবং সেটা মেনে করা কর দেয়া হয়। এসে না পেলে সাদা পানির খাপের উপর পূঁছানো একটা সমতল কাঁচের উপর রেখে দেখা থেয়ে অবশ্য।

আলার বাইরের সরাসরি দুধার পরিচয় করা সত্ত্বেও একটা নিষিদ্ধ কম্পনের আলা 

দিয়ে সেটা তুলব যে কোন বিদ্যমান নয়। একটা প্রাণ দুই তিন ধারণ রেখে তার উপরের একটা দর্শন পাওয়া দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে দিয়ে 

40
কর্ম। মোমবাটির শিখরটি থেকে হলুদ আলো পাওয়ার পর তার সামনে দুটি কাঁটা একটির ওপরে অর্কোটা ধরলেই দেখানো আলো এবং অক্ষান্ত তোরা দেখা যায়। সাড়াল কঠিন যদিও বুরু সমতল দেখা যায় তবুও যদিও একটির ওপরে অর্কোটা রাখা হয় তাদের মাঝে খুব অল্প দীর্ঘ রয়ে যায়। এই কঠোর পরিবেশে এবং নিচের আলোর মাঝে বাতির হয় আলো এবং অক্ষান্ত তোরা দেখা যায়। সেখানে আলো দেখা যায় যেখানে গঠনিক বাতির হয়েছে আর সেখানে অস্তিত্ব দেখা যায় সেখানে রয়েছে পরিসমাত্মক বাতিত্তর। তোমার অবশেষেই এই পরিকল্পনা করে দেখা ও, এটি করার সময় মোমবাটি ঢাকা অন্য কেন কৌন ধরে দেন অন্য কেন আলো না আলো সেটা লম্বা রাখে।

আলোর অপর্যায়

বাতিত্তরের মতই তত্ত্বের আকারটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম রয়েছে, সেটির নাম অপর্যায়। আলোর অপর্যায় সম্পর্কে শুনুন। তোমার দিকেই অর্কা হয় যায়, কারণ অলোক সরলার্ধ যাওয়া নিম্ন আসা যে ওষুধটি বলেছিলাম, এটি তার উপর। মমন কর একটা রক্ত দিয়ে আলো যায়, দেখা যায় আলো সরলার্ধের যায়। এবং যদি কোনো বিষয়ের বুক ছোট করা যায় তখন একটি অন্তর্গত ব্যাপার ঘটে, যেখa আলো সেটা না পাওয়া যায় (পরক্ষণে পাওয়া যায়) এবং হয়তো হয়। মমন দেখা এটি হতে পারে যখন রক্তের বুক ছোট হয়, আলোর তাপমাত্রা প্রথম সময় যা তার থেকে ছোট। শুধুমাত্র রক্ত দিয়ে তাপমাত্রা সময়ী যে এটা ঘটায় কেন্দ্রীয় সাফ্টা নয়, আলো দে-কেন ধারনের অর্থে তিনিনি দিয়ে বাজারাঞ্জলি হলেই সেই কিনারা থেকে চড়িয়ে পড়ে। আলো ও অন্য দে-কেনের তাপমাত্রা এই সময়ে বলা হয় অপর্যায়।

আলোর সরঞ্জাম আলোর অপর্যায় দেখে ব্যাপারে এই কাল এটি ভাল হবে যায় আলোর তাপমাত্রা সময় যা তার থেকে ছোট যুক্ত ধরনের, সেটা খুব হয়ে ব্যাপার নয়। অন্য ধরনের তরল সেটা অন্যের সহজ। মমন দরা যাক শেখের ব্যাপার, শেখের জরুণ/
দেখা অন্যায়ে তিন দুই ফুট হতে পারে, কাজেই দূর্ভাগ্যে আর আলাপে অথবা অন্যভাবে তুলে ধরা দিয়ে দিয়ে শেষ স্পর্শ শুরুতে পারি, শেষের অপরভাবের সাথে বলে করা করে একটি থেকে আরেকটি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে।

আলাপের অপরভাবের পরিকল্পনা করার জন্য যে কিনিটি গবেষণা করা হয় তার নাম প্রকল্প। গুরুত্বপূর্ণ পাঠানো স্থলে কোন কী নিউন প্রমাণে এক ইভিতে আজকে মুঘলের উপর দাগ করা হয়। খালি খাদ্য প্রাঙ্গ দেখা সেই বাংলা উপাত্ত দেখ। সেই হাস্যের পক্ষে দেখা যায় যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রতিটি বলা যায় এক ইভিতে প্রবাহ কি মুঘলের অভাব্য সর্ব সম্ভব দিয়ে হয় যে আলাপের অপরভাবের সঙ্গে সামাজিক। কাজেই যখনই প্রকল্পের আলাপে পড়ে পাঠানো ফাকি দিয়ে আলাপের অপরভাবের হয় উওয়া সর্বম। ভিতরের ব্লক দিয়ে পাঠানো ফাকি হয়। কিছু প্রকল্পের এর পরে আরেকটি মাঝার ব্যাপার পড়ল। অপরভাবে আলাপগুলির ভিতরে শিক্ষার হতে পারে। অভিনয়ের পরে প্রকল্প আলাপের রিলিজ ইভিতে অলাপের একটি নিউন প্রমাণে থেকে পুনরুদ্ধার আলাপের হয়।

ভাবনার নিউন এর অপরিকল্পনা করা সত্য। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে। প্রকল্পের উপর যে বন্ধু সহজ ব্যাপার নাও হতে পারে।
আলোর দিকে তাকানো অপরিহার্য হয় একটি জলের ময় যা লোহা চিন্ন মত দেখা যায়। সেই রকে সেলিক করে লশক করে আলোর রঙগুলোকে ভালুক হয়ে যেতে দেখা মেটেই বিচিত্রনয়।

আলোর বিক্ষিপ্ত

আলোকের রঙ নীল দেখে আমরা এটি অভ্যাস করে যে কখনোই এটা নিয়ে প্রশ্ন জড়িয়ে না, কেনারও মন হয় না আকাশের নীল না হয়ে সবুজ কিংবা হলুদ হল না কেন। আমার সঞ্চালক সূর্য হাতে সময় আকাশ লাল হয়ে যায়। সেটিই, নীল না হয় নীল হলে নীল, বা অন্য কোন রঙের হয় না কেন তা নিয়ে করে মনে সফল করে না কেন।

কিন্তু কেউ যদি কখনো বিন্যাস করে আজানা দেখে আমলে আকাশ দেখে সত্যি সত্যি তার মাথা অনেক অনেক জাগায়-কার মহাকাশে আকাশ দুটির বালো, যদি আকাশে সূর্য থাকে তবুও। কিন্তু সেই জুর কথি নয়। পৃথিবীর বায়ুগলিয় রাজ্য চাছু রয়েছে হারারো রয়েছে নীল হুবুকোলি। সূর্যের আলো সূর্যের বায়ুগলিয় এসে পড়ে সেটি বায়ুগলিয় এবং স্বর্ণপুরী বুলোলাম নিয়ে বিচিত্র হয়ে যায়। স্বর্ণ নামে একজন বিজ্ঞানী অনেক আগেই সেখানে যে আলোর নীল এবং সূর্যের অনেক বেশি বিচিত্র হয়ে, স্বর্ণের রঙ বিচিত্র হবে নীল বা কমলা আলো। তাই সূর্যের আলো কখনো বায়ুগলিয় প্রবেশ করে তার নীল ও সূর্যের অনেক বিচিত্র হয় যারা আকাশে চড়িয়ে পড়ে, আমাদের হাতে দেখতে একটি দুটি রঙ হিসেবে ধরা পড়ে। তবে বায়ুগলিয় আকাশ নীল দেখা যায় সেই লালেই সঞ্চালকে অকাশের দেখা যায়।

তখন সূর্যের আলো বায়ুগলিয় অনেকগুলো নিয়ে তার হয় পার হয় আসে বলে তার তীর অনেক করে ময় বলে সূর্যের দিকে তাকানো যায়। তাছাড়া মূল্য আলোর নীলের (ও সূর্যের) অনেক বিচিত্র হয় আসাই চড়িয়ে পড়ে বলে গুলমার লাল অনেকটা আলোর নীলের পর্যায়।
পৌঁছাতে পারে, তাই আমাদের মন হয় না। এক বছর সবথেকে বিকল্প না দিতে পারে না, তাই আমার শরীর সময়ে যুক্তিমান করে।

আসলে নীল গ্রাসের একটি ছোট পরিস্কার গ্রাসের ঘর বাস করে দেখতে পারে। একটি দুধ পরিস্কার পানি নিয়ে এক ধরনের পানির উপর আর এমন প্রকাশ দেয়। এখান পানিতে দুধ একটি দুধ মিশিয়া দাও, যাতে সাধারণ পানি একটি নীলচিত্র রঙ নিয়ে নেবে। দুধ দেয় একটি ঢাল করে রাখতে করতে হয়, যার নাম পূর্বে মেশানো হয় এবং আলোর পানি একটি ধারনা করে দেয়। দুধ দেয় একটি দুধ মিশিয়া দাও, যাতে সাধারণ পানি একটি নীলচিত্র রঙ নিয়ে নেবে।

আলোর মিশিয়ার আরেকটি উদাহরণ দেখা দেখার জন্য। এটি বিস্মার লামা নামে অভিনন্দন করে। লামা বলেন যে আলোর রঙ দেখে দেখা দেখা দেখা। আলো বিস্মার নামে একটি দিয়ে দেখা দেখা দেখা। পরিস্কার করে দেখা দেখা দেখা দেখা দেখা। এই দুধের রঙ পথ দেখা দেখা। বরফের বরফের দেখা দেখা দেখা দেখা দেখা দেখা দেখা। এই দুধের রঙ পথ দেখা দেখা।

আমাদের মনে হয় যে আলোর মিশিয়া দেখি দেখা দেখা দেখা।


অনুপ্রস্থ ও অনুদানী তরঙ্গ

সাধারণত তরঙ্গের একটি যাত্রা তার। পার্শবর্তী প্রাপ্ত পানি হচ্ছে মাঝার, শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। অন্তর্গত শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। এটি যেমন বিদ্যালয়ের শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। এটি যেমন বিদ্যালয়ের শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। এটি যেমন বিদ্যালয়ের শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। এটি যেমন বিদ্যালয়ের শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস। এটি যেমন বিদ্যালয়ের শরীর তরঙ্গের মাঝার হচ্ছে রাতাস।
প্রথাগত হোক সাময়িক মাধ্যমে কথাটা শনাক্ত করা না একটি জয়গায় দুইতে থাকে বা কোনো থাকে বা উপরে নিচে উঠতে এবং নামতে থাকে। আলাদা জননেও এই কথাটি সত্য। জলাই বায়ুর হারে আলাদা জনে কোথায় মাধ্যমেরই দক্ষতা হয় না। এমন করতে পারে সর মাধ্যম নয় থেকে তাহলে তরস্ত কিছুর উপর আরো বলা হয়নে, আলাদা সামাজিক হচ্ছে অংশিত এবং শীর্ষক করে। আলাদা এই অংশিত শীর্ষক করে নিচে। তাই যদি আলাদা কোন মাধ্যমের দক্ষতা হয় না। লেখকের জন্ম, বলী মাধ্যমের দক্ষতা হত তাহলে সর্বাধিক থাকে আলাদা বোধের পৃথিবীতে এবং উপরে থেকে পড়তে না, বার্তা সর্বত্র এবং পৃথিবীর মাধ্যমে রয়েছে নামান্ত সেখানে বসতে পারে কোন কিছুই নেই। মানুষের যেন তার বিশাল অংশিত শীর্ষক করে নিচে কোন অংশের সমীকরণগুলো লিখিত ছিলেন তখন ধরা আট স্থানে শব্দ রাখে না কোন তরস্ত কোথায় নেই পড়া যায় না। আলাদা যেই উল্লেখ ইথাক নামে একটা নিচেদ সর আকারে ছড়িয়ে আছে। আলাদা এই উল্লেখ মাধ্যম হিসেবে বাক্যবদ্ধ করে। আংশিক তত্ত্ব দিয়ে ইথাক নামই অনেক মাধ্যমে একনাত করে দিতেছিলেন, কিন্তু তার পেছনে ছিলো আলাদা বা বৃহৎ শীর্ষক তরস্ত কোন মাধ্যমের দক্ষতা হয় না। (অনেক কবি নিচে।) এখনো যে ভাষা পালন, তারা এখনও লিখে চলেছেন, "তার কাছের সর ইথাক ছড়িয়ে পড়ালে..." বা এমনি ধরানের কিছুই।

অনুরূপতার তালিকা নিচে তালিকা ভাষার পাঠকে পাঠাতে হলে, অনুরূপত তালিকা এবং অনুরূপত তালিকা। অনুরূপত তালিকা নেই যে সব ভাষার তেলের সাধন এতে যার যত মাধ্যমে না তারিক শীর্ষক করেন) উপরে নিচে শীর্ষক করিয়ে থাকে। যেমন পাশ তার বা আলাদা বা বড়ো সরু, নিচের অংশ তারি করে তার। এই বক্তার তত্ত্ব বিশেষ এবং আমাদের তত্ত্বের ধারণা হয়ে থাকে যে সর তালিকা এমন একটা উপরে নিচে উঠতে এবং নামতে থাকে। সেটি ওল্লেখ নেই। তার তত্ত্ব অচেতন যে ধারণা মাধ্যমে উপরে নিচে না দুই সামনে পড়ে না, তখন থাকে। যেমন প্রহরের মাত্র তারি তত্ত্ব।
পূর্ববতী পাপার ছবি) কিছু শনি তারস। এই ধরনের যে সব তারস মাঝামাঝি সামনে পাপালায় রাখার করিয়ে তারসটি বক্সিয়ে দিয়ে যায় তার নাম অনুসারী তারস। শনি এদিকে যারার সময় বাতাস সবামন (বেশি চাপ) এবং লম্বায় কম চাপ) তৈরী করে একাধিক নামা বাতাস শনি বেরিয়ে পায়। পিছিয়ের বেলাতে তাই লম্বা একটা পিছিয়ে না যেথে শনি শনি দেখতে পারবে

পোলারায়ন

অনুসারী তারসের একটা বিশেষ ধরন রয়েছে, এর নাম পোলারায়ন। পোলারায়নের করিয়ে একটা চুলচির উদ্যোগ নেয়া সবচেয়ে সহজ। যেন করা যায় অনুপ্রাণিত তারসের সুই করে। এই পোলারায়নটি উপরে দিয়ে উঠতে এবং নামাতে থাকে বলে একটা লম্বা একটা কাঠ দিয়ে (নিচের ছবি) এটিকে পার করিয়ে দেয়া সহজ। এবার দেই বালক যদি লম্বায় তাতে যে শনি বায়ুজ আলোড়িত হয়, তাহলে আর যেথে পারার না। অনুসারী তারসের এই বিশেষ ধরনটির নাম পোলারায়ন। আ丹麦 বলতে পারি যে, যেখানে তারসকে লম্বায় দিয়ে পোলারায়ন করে, তাই তাই আলোড়িত হয়ে একটা নামা বাতাসের উদ্যোগ নেয়া সহজ।

একটা নামা বাতাস আর থাকে না। পোলারায়নের নামার যেখানে কিছু করা সহজ নয়।

আলোকে চাপ হয়ে আলোকে একটা পোলারায়ন, কাজের আলোকে একটা নিচিত করিয়ে যেথে পাপালায়ন করার সহজ। যে বিশেষ তীক্ষ্ণতা দিয়ে পোলারায়ন করা হয় তার নাম পোলারায়ন। সাধারণ আলো নিচিত সবামন প্রাপ্তিকৃত হয় থাকে করা লম্বা একটা চাপ দিয়ে থাকে, আর সেই আলোক তারসের একটা পোলারায়নের তুলনায় পাপালায়ন করা হয় তার নাম পোলারায়ন। বাতাস শনি বেরিয়ে পায় শনি বেরিয়ে পাচ্ছে শনি দিয়ে পিছিয়ে দেখতে পারা যেতে পারে। কাজেই পোলারায়নের তুলনা নামা বাতাস শনি বেরিয়ে পাচ্ছে শনি দিয়ে পিছিয়ে দেখতে পারা যেতে পারে।
পর আলো একটি নিদর্শন দিকে পোলারাঙ্গিত হয়ে যাবে। এর আরও আরও একটি পোলারাঙ্গক যদি প্রথম পোলারাঙ্গকের পরে রাখা হয় তাহলে অনেক ধরনের মুল্য ব্যাপার ঘটতে পারে। যেমন, যদি দ্বিতীয় পোলারাঙ্গকের পোলারাঙ্গের দিক আর প্রথম পোলারাঙ্গকের পোলারাঙ্গের দিকের একটি দিকে হয় (নিচের ছবি) তাহলে আলো সোজা হবে হয় আলো। কিন্তু যদি দ্বিতীয়টির পোলারাঙ্গের দিক প্রথমের পোলারাঙ্গের দিকের সাথে একই হয়, সেগুলো আলোকচালনার ধারণা তীব্র হয়ে পারে না। যারা পোলারাঙ্গকে দেখেছে তারা দেখলেই আলো সেটি কিছু মেরে ছিল।

পোলারাঙ্গক ও আলোর পোলারাঙ্গের দিক একটি দিকে হলো পুরো আলোকচালনার হয়ে আলোতে পার সমত্রাল পোলারাঙ্গক প্রায় ক্ষণ ভাঙের মত, আলো একটি পোলারাঙ্গক অনেকটির সাথে সমত্রাল আলোকচালনার দিক আলোকচালনা এটিসময়ে রাখে। এই কথাটি সমুদ্রের সবাই মাঝে করছে তাই পোলারাঙ্গক দিয়ে একটি অস্থায়ী ধরনের বালো চুম্বন তৈরি করা হয়। সেই আলো সমুদ্রের পানিতে প্রতিফলিত হয়ে পরে এটি হলো পোলারাঙ্গিত হয়, চয়েড় করে পোলারাঙ্গের দিকে তার সাথে সমত্রাল আলোকচালনার ধারণা হয়, ফলে প্রতিফলিত আলো চেয়ে এর দৃষ্টি পড়ে না। চয়েড়ের পানিতে বালো চুম্বন প্রেরণ করা দেখলে হয়ে তো বৈদ্যুতিন পোলারাঙ্গক তৈরির প্রবৃদ্ধি করা নির্দেশ হয়।

প্রদত্ত করার জন্য বৈদ্যুতিন পাতি প্রতিফলিত হয়ত সমুদ্রের পানি চয়েড় করে চয়েড় করার সময় থেকে। যদি দেখা প্রতিফলিত আলোর প্রতি এককিলি সূর্য যদি সেই বৈদ্যুতিন পানিতে প্রতিফলিত হয় তবুও এটি পোলারাঙ্গিত হয়ে তৈরি।

সুতরাং আলো বৈদ্যুতিন পুলারাঙ্গিত একটি পোলারাঙ্গিত হয়ে থাকে। তবুও পোলারাঙ্গক দ্বারা আলোকচালনা দ্বিতীয় ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোর পাতি প্রতিফলিত করলে দেখা যায় যে দ্বিতীয় ধরনের পুলারাঙ্গিত সমাপ্ত হয়। যদি চয়েড়ে পোলারাঙ্গিত কিছু সাধারণ আলোর পাতি থাকে পারে না। সৌধরিতে চয়েড়
বিশেষত তৈরি বলে বালি চোখের আলো পোলারাইজের কিন্তু তুলসী পরাম। বলা হয় যে তৈরি একটি চিক রাওয়ান এই ভূমিকা তাদের এই বিদ্যা ব্যবহার করে থাকে।

তাদের পর্যায়ে পোলারাইজের সাধন চিক ভাল সময় না। যারা দেখে তৈরি পোলারাইজের কুঠিল পাও তারা নির্দেশে একটি চিক কায় চিত্র করার দেখতে পার। আর শিষ্য বলা হয় যে প্রতিফলনের ফলে আলো একটিকে পারিচিত পোলারাইজের হয় যাতে। তাই একটি চিক যদি পারিচিত পোলারাইজের আলো পরাম একটি করে কেম পান। ফলে যে আলো রোগিতে আলো, সেখানে নিশ্চিত দিকে পোলারাইজে আলোর অভাব হয় যাতে। সেটিকে নির্দেশ একটি পোলারাইজের আলো প্রস্তুতকরণে বেশ হারায়, যে আলো অনন্যে যাতে কোন চিক পোলারাইজের হয় যাতে। তাই একটি পারিচিত একটি চিক যদি মাথারে নিশ্চিত হারায়।

চোখ

আলা দেখতে আলাদান করতে হলে সব সময়ই চোখ নিয়ে আলাদান করতে হয়। আলির চোখ দেখতে পায় তৈরি একটি চোখ নিয়ে মনোযোগ এই কৌশল হয়। যদিও চোখ তৈরি করতে দেখতে কিছু পুষ্টিকে এত বিচিত্র হয় আলির চোখ দেখতে।

28
পারে, না জানা পর্যন্ত আলো সম্পর্কে জানার কোন অর্থ নেই। মনুষ্যের চোখের দিকে তাদের তাড়াতাড়ি বুঝিমাত্র একে কি কখনো কখনো মনে ভাব পর্যন্ত বলে নেয় সত্য। চোখের সৌন্দর্য নিয়ে যত কবিতা লেখা হয়েছে পরীক্ষার আর অন্য কোন অপর নিয়ে এত কবিতা লেখা হয়নি। কিন্তু মনের ব্যাপার হচ্ছে যে তোম কিভাবে কেঁধে বাটুক চোখের সৌন্দর্য না তোম অনন্য যে-কোন আবেগ থেকে প্রাণ ও চন্ত্রগুলো।

চোখের কাছাকাছি যে জিনিস রয়েছে যেটি হচ্ছে ক্যামেরা (তবে চোখের মাটি নিবৃত করে যদি কোন ক্যামেরা তৈরি করা যেতো পৃথিবীর সমস্ত সম্পর্কে একটি চোখ তাহা হত না)। ক্যামেরা এবং চোখ দুটী জিনিসের সামনেই একটি উজ্জ্বল (পর্যালোচনা গুণলীলা) লেখা যাচ্ছে। আলো এসে এই উজ্জ্বলের ভেতর দিয়ে যায় এবং পেছনে একটি উজ্জ্বল প্রতিবিষ্টির সৃষ্টি করে। ক্যামেরার স্থানে রাখা হয় ফিল্ম, চোখের রয়েছে পাটিত্য ছবি ছাড়া পড়ে ফিল্ম, পাটিত্য সাইফিকে গড়ে দেয় মায়া। তাই প্রায় সেটিকে গাড়ি করে প্রিন্ট করে নেয়ার পর আলো বলি যে 'দেখতে' পাচ্ছি।

মোটমুটিতে এই হচ্ছে চোখ এবং ক্যামেরার কাজ।

তোমার চারের মধ্যে ছবি লুকাত বা ছবি তুলতে নেয়ার তারা নিজেই অনেক চোখ ছবি তুলতে হলে ক্যামেরা ভেতরে ঠিক পরিসীমা আলো দিতে হয়। এ কারণে হচ্ছে বেশি প্রসার এবং কাম হচ্ছে বেশি কাজ হচ্ছে যায়। ক্যামেরার পাঁচের পাঁচের সুরক্ষা বলা হয় আপারার, সেই আপারার বড় কিছু গোটা সুরক্ষা করে আলোর পরিসীমা।

চোখ ও ক্যামেরার কাজ করার ফলশিক্ষা প্রথম একই ধরনের

বাঁধানা বা কমানা হয়। আজকাল যেসব ক্যামেরা তৈরি হয় সেগুলো নিজের নিজেই বাইনতে আলো দেখে বুঝতে পারে আপারার কভুক্ত করে আলো হচ্ছে তাদের মধ্যে এবং নিজে নিজেই ভাঙ্গাটি করে নেয়। আলো একটু কম বা বেশি হয়ে গেলেই

৪১
সাধারণ ফিল্ম দিয়ে আমরা ছুটি হচ্ছি গোলার সহন। কেমন আলোকে ছবি তুলতে হলে সাধারণ ফিল্ম পালকে ভিক্ষা ধরনের মুক্তি ফিল্ম ব্যবহার করতে হয়, কিন্তু দ্বাশ ব্যবহার করে কৃত্রিম উপযোগী আলো ছড়িয়ে দিতে হয়।

এরকমে চোখের সাথে তুলনা করলে দেখ। ডোকমো দেখার জন্যে চোখের কোন নির্দেশ করতে হয়। আলো আলো নির্দেশ করে আইন দিয়ে। আইন হচ্ছে সেই কিন্তু ফোটোটি দিয়ে মানুষের চোখের ডোকমো বাধা দেয়। তাই যে কিন্তু ডোকমো না দেখে ধুলে তাহলে দেখে না অর্থাৎ হয় না। একটা আইন নিয়ে ডোকমো করে দেখ খুলে আলোয় নিয়ে চোখের দিকে তাকাও। দেখার আইন দিয়ে কৃত্রিম হচ্ছে যে টেক্স্টর মানুষের চোখের অপটিকে হচ্ছে নিয়ে দেখে বেল। আইন দিয়ে ডোকমো করে দেখ খুলে আলোয় নিয়ে চোখের দিকে তাকাও। দেখার আইন দিয়ে কৃত্রিম হচ্ছে যে টেক্স্টর মানুষের চোখের অপটিকে হচ্ছে নিয়ে দেখে বেল।
একটি ফোল চিহ্ন এবং তার ডান দিকে ইংরেজি দুই পাঁচে একটি চৌক কলা দৃষ্টি (নিচের চুব্বি) আক। এরার হাস্য চেষ্টা করে ডান তাও দিকে ফোল চিহ্নের দিকে তাকিয়ে

+

পথ চাষ নিয়ে ডান ফোল চিহ্নের দিকে তাকিয়ে আসতে আসতে মাত্র নিয়ে করে আপনার কলা বৃদ্ধি

অনুশী হয় যায়।

আসতে আসতে কাগজটি ঠেকায় দিকে আনতে থাক। যদিও বিষয় ফোল চিহ্নের দিকে

তালিকা আস তরুণ তাফি যাকলা বৃদ্ধি খেলতে পারে। কাগজটি কাশ আনতে আনতে

হৃদ এক সময়ে দেখের যাকলা বৃদ্ধি অনুশী হয় গেছে। কাগজটি আসতে আসতে

আর্ব তার তুমি এটি দেখতে পার এবং দুঃখ সাথে দিনের দেখতে পারে, কিন্তু সে

নিচে শুরুতে বৃদ্ধি দেখা যায় না। এটি এক সময় বৃদ্ধি থেকে আলা ঠিক অতি বিদ্যমান, এবং

পাড় মন নিয়ে দেখতে দেখা যায় না।

সমাধান আলা এস দেখার ঠিক বিশ্লেষণ দিতে যে অংশ পড়ে সেটি সহজে পড়তে

দুর্গপূর্ণ। এই কাগজের নাম মুখতিয়া, এখনে 'কোলার নামের এক গুরু দেখাকে।

আলা পাড় পরিমাণে খাটার কোলার নামের এই কোপাড়ালা কাজ করতে পার। কাজ করতে

দেখার সময়ে পড়তে পড়তে শুরু হয় এই কোপাড়ালা কাজ করতে পার। বিভিন্ন

ভূমির রঙ দেখার অনুরূপতার কোলার নামের এই কোপাড়ালা থেকে আস। ঠিক বিন্যাসে বিভিন্ন রঙ

দেখা হয় দিনমাত্রা এখন সে কিছু পড়তে পড়তে থিনি নির্দিষ্ট হয়ে, তবে থামা করা হয়

নিচে যেমন রঙ (কোপা দিন, সূর্য, দীর্ঘ) দিতে রঙ দেখা হয়। আর এ নিয়ে

পার আর কেবল বিধান আচারে কর। আচার যুগ জন যার মনে কোলার নামের

কোপাড়ালা রঙ সহজন। যদিও কোলার সেই দেখতে পারে অনুদূত দেখা ঘুরাতে

সমূহ রঙের সমতলে দেখেন নতুন যায় মায়াতে দেখা যায়। হয়তো এই সত্যের পথিকের এ পাদকল্পনা, আমার সং পাদকল্পনা রঙ দেখা যায়, ফলে দেখতে পাচা দেখতে উত্সব হয়।

কাজের দিয়ে ছবি তাকার সময় আলা যদি তুল কম হয়ে গেল তবে দিনের মিউটিয়া পালিয়ে

একটি বিশ্বাস রুক্ষ সুবত্ত সময় তার না দিয়ে অনু ছবি তোলা সক্রা নাও। এই দিয়ে

দেখতে দেখতে কাজের সময় আলা যদি হয় কম তাক পালিয়ে একটি বিশ্বাস রুক্ষ সুবত্ত সময়

তার না দিয়ে অনু ছবি তোলা সক্রা নাও।
রোডগুলোর কাছ কারা শুরু করতে হানিকাজ্জা সময় লাগে যেন সেখানেও কিছু করতে পারতে না, তাই ডাকা একটি চীন অনেকের মন হয়। কিন্তু তাদের দেখিয়ে মনে আসে যেতে দেখায় কোন সমস্যা সম্পর্কে উঠান। মিনিট দশটায় পরে তাদের চোখের রোডগুলো যখন ঢিবিকাজ্জাকে কাজ করা শুরু করে তখন তারিখে সেখানে বুঝতে পারতে যদি সরবরাহ মূল্যাঙ্গন দেখা যায়, কেন্দ্রের মিনিট দশটায় কিছুই মূল্যাঙ্গন দেখা যায় না। এর সাথে রাখা লাগে নিজের কিছু যেভাবে শেখে, তার মিনিটের মান হয় বলতে একটি কিছু, কিন্তু তার মিনিটের মান পাশ দেখা যায়। (পরমাণু হৃদি একটি)

আজ কন হতে মেটার দিকে কেন্দ্র রয়েছে কোষাগার এবং সেখানে রয়েছে কোষাগার ক্ষেত্র কেন্দ্রের কেন্দ্রের কোষাগার মাঝে পড়ে কোষাগারে। কিন্তু যে কোষাগারের মাঝে কোষাগার মাঝে পড়ে কোষাগারে।

চীনালাল কাঁধি

রাখুন দিকে যায় যায় দেখা দেখার কাঁধি

চীনালাল কাঁধি

গায়কীর সুর রো দিয়ে সঙ্গ সঙ্গ রো দেখা দেখার কাঁধি

চীনালাল কাঁধি

চীনালাল কাঁধি

চীনালাল কাঁধি

চীনালাল কাঁধি

চীনালাল কাঁধি
রঙ

আমরা আগে দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলো আসলে সাতটি তিন রঙের মিশন। তবে উজ্জ্বলায় সিংহ, সাতটি তিন ভুক্ত হলে চিক্কোমা একটি করে পালশে বাদ রঙ ফিরে পাওয়া যায়। আমাদের বলা হয়েছে নিউয়োর্ক একটি মিশ্রন দিয়ে সূর্যের আলোকে সাতটি রঙের ভাল করেছিলেন, আরেকটি মিশ্রন উপাদান বর্ধিতে দেখা সাতটি রঙকে এক করে আবার সেই সর্বনিম্ন সূর্যের আলো চিত্রে পোষ্টেছিলেন। ইচ্ছা করলে তেমনই সেটি একটি আলোকার্য পরিশেষ করে দেখতে পার। দুই কি তিন ইজি ফ্যাসে একটা রঙ পেল চাকির মত করে কোনটু অন্যান্য একটি সূচনা কাঠি বা প্রেক্ষিতে দিয়ে সেটি লালু হিসেবে (পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি) ব্যবহার করা হয়। লালু উপর একটা সাদা কাঁটা লালু হিসেবে দেখানো হয়েছে বিকিরণ লালু, কমলা, হলুদ, সরুৎ, আলোশ্চ, নীল এবং বেগুলী রঙে নাট। এর ফলে ল্যাটিন দিলেই দেখতে রঙপ্রকাশ আর

অলের লেখ দ্বারা মিখান

আলাসত্তলে দেখা যাচ্ছে না, সরুৎলুলো রঙ মিলে সেটিকে সাদা বলে মনে হচ্ছে। রঙের একটি মোহনের হলে রঙটি একটি মোহনে যা লালুর হতে পারে, কিন্তু কিছুটি নীল যা কেবল সাদা না ধরান সাতটি রঙই রয়েছে।

এর কারণটি কি? দিয়েছিলু একাধারে সাতটি রঙই রয়েছে, কিন্তু আমরা দেখি না কেন? তার কারণ হচ্ছে আমাদের ডাচ দেখাল যেমন কেন করে রঙ দেখতে পায় সেটি নিয়ে এখনো গবেষণা চলছ, তবে প্রকৃতি বিশ্বাস হচ্ছে তো অসলে তিনটি রঙ দিয়েই

৫৩
সবগুলো রঙ দেখতে পাওয়া। এগুলো হারা রঙের কাটা দেখা তাদের কাছে যদিও ফটোটেকে সর্বমোট রঙই দেখা যায় মন হয়েছে, আসলে কিন্তু সেটি তৈরি করা হয়েছে না, নীলে ও সবুজ এই তিনটি রঙ দিয়ে (তবে চোখকে পাওয়া থাকে জন্যে কালো রঙের প্রাথমিক করা হয়, কিন্তু সেগুলো তো আর নয়)। রঙের টেকনিকের রঙও আসলে এই তিনটি রঙ দিয়ে তৈরি। রঙের টেকনিকের খুব কাছে শেষে এই লাল নীলে ও সবুজ রঙের কিসমিকের স্থান দেখা যায়। একটি দুই থেকে কাবলে আয় আশালো আলাদা তারকা রঙের কিসমিকের দেখা যায় না। তারা তিনি পরিবর্ধন একটি হলো এটি রঙ হয়ে ওঠে, এখানে রঙ দুই থেকে কাবলে আয় আশালো প্রকাশ করে থাকে পরিবর্ধন করার মাধ্যমে।

আরো বলেন যেন কিসমিকের স্থান দেখা যায় এই কিসমিকের নীল ও সবুজের প্রথম দ্বিতীয় পদ্ধতি একটি সবুজ ও একটি নীল কিসমিকের দ্বয় থেকে দেখা যায়। এই কিসমিকের স্থান দেখা যায় এটি নীল ও সবুজের প্রথম দ্বিতীয় পদ্ধতি একটি সবুজ ও একটি নীল কিসমিকের দ্বয় থেকে দেখা যায়। এই কিসমিকের স্থান দেখা যায় এটি নীল ও সবুজের প্রথম দ্বিতীয় পদ্ধতি একটি সবুজ ও একটি নীল কিসমিকের দ্বয় থেকে দেখা যায়।
জাতীয় সিঁদুর ধূলি ও রঙ্কলখিয়া। আবার আমার দেহে মাত্র তিনটি রঙ। এই তিনটি রঙ আমার একটি হয়ে আমি কোন অন্য সময় সৃষ্টি করে। কেন কেন রঙ একটি হলে কেন রঙটি দেখে যায় সেটিকেই বলা হয় মোগল জাতীয় সিঁদুর। কেন কেন মাঝে মাঝে আমার তিনটি রঙের চিত্রে একটি যা কখনো কখনো দুটি রঙই দেখতে পায় না। তাদের বল হয় রঙ অনেক। তাদের রঙ সম্পর্কে ধারণা সঠিক মাঝে থেকে জ্ঞান—অনেককে কাছে না এবং সুরক্ষ রঙের যায়ে কেন পার্থক্য পড়ে নই। রঙ অনেক মাঝে মাঝে বিপরীত হয়ে থাকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিচিত বলা এবং সুরক্ষ বর্ণের পর্যায় করে যে বল কুরু হয়। মন করা না তার পুরুষ বিজ্ঞান। তাদের রঙের ধরণ আমাদের দেখে নিং এই ছাড়া আমাদের সাথে আলাপ আলাপ করে আলাপ করে আলাপ করে নেই।

একটি চিন্তার রঙ কি হবে সেটি নিজের কাছে সেটি কি রঙের মাধ্যমে দেখা হচ্ছে। সুরক্ষ আলাপে যে চিন্তা নিজেকে না মন হয় সুরক্ষ আলাপে সেটিকে প্রথম কাজ দেখায়। বিভিন্ন না হলে সুরক্ষ রঙের একটি কোথায় তিনি দেখে দেখে একটি ফুল যা অন্য কিছু দেখাতে কোথায় করে দেখা। আমার মন আলাপে সেটিকে পুরুষপুরী নামে না দেখাতে বাণিজ্য কমলা রঙের দেখায়। তেমনি আমার আলাপে সুরক্ষ কি নামকে দেখায় কালো, কালো কাছের ভেতর দিয়ে সুরক্ষ পাত্রে দিকে তাকালেই সেটি বুঝতে পারে।

আমর মন আলাপে নীল চিন্তাকে দেখায় সুরক্ষ এবং এর উপরের চিন্তা, যেহেতু নীল আলাপে হবে একটি চিন্তা যেখানে সুরক্ষ। অনেকের কাছে পুরুষ। বাণিজ্য উপরের মন হতে পারে, কিন্তু দেখায় বরং কি চিন্তা আলাপ বুঝতে পারে পুরুষ বাণিজ্যি সহজ হয়ে যায়।

একটি চিন্তার রঙ বলে—ওকালের অথবা, এর উপরে আলাপ এলে পুরুষ রঙ আলাপ ফাঁক অনা সব আলাপ পূর্ণিত হয়ে যায় (গনের হচ্ছে)। কাজই শুধু মাঝে আলাপের পরিষ্কার এবং স্পষ্ট হয়ে থাকে আলাপে, ফলে সেটিকে দেখায় কালো, কালো আলাপে প্রতিনিধি কিছু মন দেখে থাকে একটি নিজে তাদের লাগে আলাপে, তার মন হবে সুরক্ষ, সুরক্ষ, এমন কি চিন্তা পূর্ণ রঙের আলাপে পাত্র শেখতে পারে। অনেকের কাছে তাদের মনে নিজের সিঁদুরকে দেখায় কালো। দিন কিছু রঙের চিন্তার উপরে দিকে থাকে তাদের সেটিকে দেখায় কালো, লালচে লালচে, কখনো কখনো কালো। তবে মুখ আলাপে বুঝতে দুটির রঙে লাল, কিছু তুল, তার মনে পাত্রা রচনা হয়। একটি লাল রঙের কাছে চিত্রে কিছু আলাপেও একই উপরে থাকে। তার ভুল ঘটে কালো (এবং অন্য কিছু হতে, যেহেতু) আলাপটি শুধু পরিমাণ হয়ে আমাদের পাত্রে, অন্য সব রঙের আলাপ শুকিয়ে যায়। তেমনি একটি গাঢ়ের পাত্রে সুরক্ষ ডেকের আলাপের অথবা তার উপর। আলাপে এলে পুরুষ সুরক্ষ (এবং অন্য হতে ও নীল) ফাঁক অনা সব রঙের আলাপে পূর্ণিত হয়ে যায়। কাজই থেকে রঙটি দেখে আলাপে সেটিকে আলাপে দেখি সুরক্ষ।

একটি চিন্তার বুঝতে পাত্র সুরক্ষ পাতালকে লাল কাছের তেতর দিকে দেখায় সেটিকে কেন কালো দেখায়। সুরক্ষ পাতা। কেন পাতা আলাপে সুরক্ষ আলাপে বিভিন্ন। কিছু লাল খুঁড়ে, লাল ফাঁক অনা রঙ পাতা পুরুষটিই প্রাণ করে দেয়। কাজই পাতার সুরক্ষ কাজইও প্রাণ পুরুষটিই প্রাণ করে নেয়। মনে পাতা থেকে কেন আলাপে লাল কাচ
ভেন করে যেতে পারবে না। তাই সেটি দেখা বাকি। ঠিক একই করলে সাদা রংরস্তার একটি কাছের নতুন দিয়ে লাল একটি ফুলকে দেখায় করে।

একটি রুপ আসলে অন্য রঙে কিছু পরিমাণে নিয়ে যাচ্ছে যাকে বলে অল্প কাঁচ রঙ ব্যবহার করে সব দৃষ্টি রঙ তৈরি করে দেখা যায়। ফিল্টার সহ একার ব্যবহার করে প্রতিটি রঙের একটি বর্ণ চিঠি হিসাবে কম্পনী করে না। আমারা তাদের রঙ যাচ্ছে কাছে আসলেও সেগুলো অন্য হচ্ছে ছোট কাঁচ কাছের মত। কোথাও রঙ দেখা।

কোন কিছু লাল দেখা যেতে আলো এসে পড়লে লাল জল অন্য সব কাঁচ রঙ বিচিত্র হয়ে যায়।

হলে সেগুলো দেখানো রয়ে যায়, তাই তাদের সব দৃষ্টি দিয়ে যে আলো রেখে নেয় আলো সেগুলোর অপশ্রা হচ্ছে কাঁচ কাছের ভোর দিয়ে রেখে হওয়ার মত, যার ফলে আমরা সেই রঙটি দেখতে পাই। যথাযথ রূপতার কাছে লাল, নীল ও হলুদ রঙ রয়েছে (থের ছাবি)। নীল আর হলুদ রঙ মিশিয়ে সাদা রঙ তৈরি করা সহজ, তখন কম্পনী করে নিতে পারে আলোকে অন্তর্বত্তী ছোট নীল আর হলুদ রয়েছে কাছের ভোর দিয়ে।

৫৬
আসন্তে হচ্ছে। নীল কাঁটা নীল ছাদাও খানিকটা সূর্য এবং এখানে আলোক চোর হচ্ছে দেখা। আরও হলুদ কাঁটার ভেতর দিয়ে হলুদ ছাদাও খানিকটা সূর্য আর লাল রঙ চোর হচ্ছে দেখা। তাই দেখা যাচ্ছে একটি নীল কাঁটা আর হলুদ কাঁটা পাশাপাশি থাকলে, নীল

নীল ও হলুদ রঙ একসঙ্গে কাঁটার স্বরূপ রঙ এবং হলুদ ও লাল রঙ কাঁটার স্বরূপ রঙ তৈরি করার উদ্দেশ্য

কাঁটার ভেতর দিয়ে মে পেছনে ও নীল রঙ ভেতর দিয়ে মে পেছনে ও নীল রঙ ভেতর দিয়ে আঁশার আলো দেখা যাচ্ছে। পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় ছবি নীল রঙ বলতে পারা তাই যে আলো দেখা যাচ্ছে আলো (পূর্ববর্তী পৃষ্ঠায় ছবি) নীল রঙ সূর্য আঁশার। কাঁটায় একে বুকচাঁদে পার তাই হচ্ছে অন্য রঙগুলো তৈরি হওয়া সম্ভব। কাঁটায় এই জাতীয় বিষয়কে যা হচ্ছে পৌষ জাতীয় বিষয় (নিচের ছবি)। এটি পৃষ্ঠায় দেখালে তিনটি রঙ দিয়ে সব রঙ তৈরি করা সম্ভব।

চোখের অন্য ব্যবহার

পৃষ্ঠা ছাদাও চোখের আর একটি ব্যবহার আছে, সেটি হচ্ছে দূরত্বের অনুপ্রুতি দেখা। এ জন্য দুটি চোখেই দেখার। দূরত্বের হই বিন্দু দেখায় অন্য দুটি দেখায় দূরত্বের হই। সমাধায় কিংদিত, জিনিস দেখায় একটি জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায় জিনিস দেখায়। বায়ুচাপটা পরিপূর্ণ করার জন্য দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটি দুটि
মন্ত্যস্ক দুর্বলের একটা অনুভূতি পায়। তাই দেখতে মাথা না নাড়িয়ে এক চোখ করে সুইয়ে সুতা চোখে মিরিতেন। সুইয়ে সুইটার সামনে তিন জিনসে পছন্দ করে যায়, কারণ সুইটা বাত দূষণের আড়ে একটি চোখ দিয়ে বোধ মিরিতেন। মানুষের দুটি চোখই সামনে, তাই যেন কিছু দূষণ বোঝায় আর যেরূপ দিকে তাকানোই চলে। পায়ঝারীর দুটো দৃষ্টি দূষণের, তাই তাদের দূষণ বোঝার জন্য সব সময় মাথা নেড়ে একবার জন্ম কোথা দিয়ে দেখো, আরেকবার রাখ চোখ দিয়ে দেখতে হয়। তোমরা একটা মৌলিক কথা পরেই তুমি এটা দেখতে পাবে।

![Diagram](https://example.com/diagram.png)

আমাদের চোখে এই নিঃকিণ্ড উদ্দেশ্য করতে পারি। যে সব জিনিসের পথ, প্রতি এবং উচ্চতা একই সাথে অনুভূতি করতে পারি। যে সব জিনিসের পথ, প্রতি এবং উচ্চতা নিম্নতা রয়েছে তাকে বিমানকারী হলে হয়। আমাদের চরমায়ের সব বিস্তৃতি বিমানকারী কিন্তু আমরা যখন চার তিনি সেটি বিমানকারী হয় না, তখন চারিটি বিভিন্ন দূষণে জিনিসের সেখান জন্যে নেওয়া টুকে ধোয়ারে হয় না। চারি চারি বিমানকারী হলে তাকে অন্য বাধার হতে। মনে হত চারিটি কাউজ ফুড়ে উঠে যে যায় এবং হাত দিয়ে সেই চারি মনে করা সত্য হয়। আমার বিভিন্ন উপায়ে বিমানকারী হতে চোপা হয়। সচরাচরে চক্ষুতর উপায়ের নাম হলপ্রাপ্তি। এরমুখে প্রায়হলপ্রাপ্তি আরিয়াদের জন্য সেটি চরমের সমন্বয়কে নামকরণ করে গুরুত্বপূর্ণ দেখা হয়। হলপ্রাপ্তি করার লেসার বাধার করতে হয়। কারণ সেটি ওষুধ সহজ ক্রিয়ার নয়। তোমরা যখন হলপ্রাপ্তি হয়ে দূষণের মতই চক্ষুতর।

৫৮
মন করো একটি লাল রেখার জন্য পাশে একটি সরুকুল রেখা আছে না। এর উপর তুমি যদি একটি বিশেষ চোখ পরে না হয়েছে তার বাম চোখ লাল রেখার বাঁক আর ডান চোখ সরুকুল রেখার বাঁক তাহলে একটি দৃষ্টি দিয়ে তাকানো কি রেখা যাবে? সরুকুল চোখের ভেতর দিয়ে তাকালে সাদা বাংলা আকাশবাদ রেখা দেখা যাবে না, সরুকুল চোখের মিছ থাকবে। তিনি লাল রেখাটিকে স্পষ্ট করতে একটি রেখা দিয়ে দেখা যাবে। তেমনি নানা কাঁচের ভিতর দিয়ে তাকালে সাদা বাংলা আকাশবাদ রেখাটি দেখা যাবে না, কিন্তু সরুকুল রেখাটি স্পষ্ট কালো রেখা দেখা যাবে। কাজেই (পরবর্তী পঠনের জন্য) বাম চোখ দিয়ে তুমি ডান পাশের রেখাটি দেখতে আর ডান চোখ দিয়ে দেখতে বাম পাশের রেখাটি। কিন্তু আমাদের দুটি চোখ দিয়ে দুটি ভিন্ন ভিন্ন দেখা অভাব নয়, কথনাই আমারা দুই চোখ দিয়ে দুটি ভিন্ন দেখি না। কাজেই চোখ দুটি একটি উপর তাকাবে, যেখানে মন হবে রেখা দুটি মিলে এক হয়ে যাবে। সেখানে তাকালে দুটি রেখাকে একটি রেখাটি দেখতে হবে—যদ্যপি আমাদের কেন্দ্রের রেখা নেই।

care of the diagram, the text is not clearly visible due to the nature of the representation. It seems like an optical illusion or perspective demonstration, typically used in visual sciences to explain how our eyes perceive angles and distances. The text discusses the difference in perception between the right eye (red line) and the left eye (blue line) when observing a line or an angle.
এই ছয়টি লাল ও সুরু চলার দিয়ে দেখা চিত্রিত দেখায়

তাকে পাতলা কাঠার লাল ও সুরু কলম দিয়ে ফলি করে দিও। ছিটি দেখার জন্য সেই বিশ্বাস চূড়ান্ত তারিক করা যুক্ত সহজ। তাকে দিয়ে ছিটি দেখার জন্য চতুর্থ মাত্র করে একটি দিয়ে একটিতে লাল অন্যটিতে সুরু করে চলার পলিন্ড্রী লাগিয়ে দিও। নিয়ে বাড়িতে বা নাটক করার সময় রখিন অলো তারিক করার জন্য বাস্তবের উপরে সুরু মাত্র রচিন পলিন্ড্রী লাগিয়ে হয সেটি সবচেয়ে সহজ।

চোখের বিচিত্র দিনের হাল এর সেকেন্দ্রের ফলে ভাঙ্গা সময় প্রথম দোক লেখতে থাকে। এই জন্য সিনেমা তারিক করা সহজ হয়েছে। সিনেমায় কিছু একটা সহজে দেখায়। এই বিচিত্র দিনের সহজ সুন্দরের হাল জন্য দেখায় যেলার বীণা ছাঁটা লাল হয। সেখানের জন্য দেখায় হল চোখের ছাঁটা লালকে আলাদা করে যুক্ত করে পাড়। বলে মনে হয়, একটি ছিটির একটা বুদ্ধির সত্তা সহজ হয়। এই ভাবেরটি দেখার দিনের পরীক্ষা করে দেখতে পাও। বিচিত্র নূফক চওড়া এবং চূড়ান্ত লালা একটি কাৰ্য্য যাবার পর করে নাও। এবার উপরের এবং নিচের কাগজে মেটামুভি একই আয়তায় একই নিচের নূফক বাহিতে ছাঁটা আকার (পাশার ডানার উপর এবং পাশার ডানা নিচে)। এবার কাগজের উপরের অংশটি একটি পেদিল দিয়ে ভাল করে পাঢ়িয়ে নাও যে চোখের দিতে হলে নিচে হয়। এতে একটা পেদিল দিয়ে (নির্দিষ্ট ছাঁটা) উপরের চোখ করে পাঢ়িয়ে কাগজের টেল নিয়ে করে নিচের ছাঁটা চোখের পেদিল গুলো উপরের হয়। আরো পেদিলটি পাণ্ডে সিনেমা নিচের উপরের কাগজে উপরে যাবে। পাঢ়িয়ে নিচের ছাঁটার ছাঁটা হয় হয়। আসে যে তাত্ত্বিক করে এতে একই আয়তায় এককার পাঢ়িয়ে বন্ধার উপরে এককার নিচে দেখতে পাও, যে মনে হয় হয়। পাঢ়িয়ে বুদ্ধি ডানা করাও হয।
দেখা, দেখা না দেখা; না দেখে দেখা

না আমি ভোঁতার মোটেই ধান দেবা দেবা চূড়া করাত না, আমারা চোখ দিয়ে শুধু দেখতে পাই তাই না, সত্যি সত্যি কখনো কখনো আমারা দেখেও দেখিনা, আমার কথনো না দেখেও দেখি। তার করণ রয়েছে। আমদের দেখা শুধু চোখের ব্যাপার নয়, এটি অনেকটা মন্দিরেরও ব্যাপার। একটি ছোট খাট কথা করান নিয়ে তাকের সাথে যা দেখে তার কোন কিছুই তার রয়েছে কোন অর্থ নেই, সবজ্বল না ধরে না নানা রয়েছে আলো। বুনি বুনি দীর্ঘ সে দেখে দেখে রয়েছে পারে কোন আলোকের কি অর্থ, কোনই শুধু সে সত্যির অর্থে দেবে। চোখ মুখের আলোর সত্যিতে মন্দিরের মূলে সে দেখে, মন্দিরে সেটি কি তা আমদের জানায়। কাজেই নতুন কিছু পেলে মন্দির তার অভিজ্ঞতা থেকে আমদের সেটি বোঝানোর চূড়া করে। কিন্তু দেখা বিনিময় আমার দেখা অভিজ্ঞতা তৈরি নয় দেখলে একটি কিছু দেখলে আমদের শুধু অভিজ্ঞতা হতে থাকে। (নিচের ছবি) পারে পারে পারে না, আসলে এটি অপুষ্ট মতামতনোর জন্য তৈরি, তবু দেখলে মন্দির অস্তিত্ব হয়, কারণ আমদের মন্দির এর অভিজ্ঞতা থেকে সেটি প্রচুর করতে পারে না, কিন্তু চোখের পরিক্রম দেবতা পায়, তাই সেটি অনুসরণ করতে পারে না।
এই দুটি দৃষ্টি যোগে পাওয়া যাচ্ছে কী কথা?

আরা বলা হয়েছে, আমরা কখনো কখনো দেখেও দেখি না! কথাটি বিশ্বাস না হল (নিচের ছবি) কঠিন টাঞ্চের মাধ্যমে দিকে তাকাও। প্রথম ছবির সরলরেখা দুটি কি সমান্তরাল? বৃত্তটি কি সমান্তরাল? বৃত্তটি কি ঠিক করে আলাদা হয়েছে? আমরা ঠিকই দেখি, কিন্তু তবু মনে হবে সরলরেখা দুটি মাঝে নিচে হয়ে গেছে, বৃত্তটি ডো উপরে।

(ফ) বেশ দুটি সমান্তরাল, মাঝা তেত্রো যাচ্ছি। (ফ) বৃত্তটি উপরে নীচে এবং দুপ্পুরে ডো না। (ফ) মাঝা তেত্রো যাচ্ছি হবে ডো না। (ফ) উপরের যেখানে নিচের মাঝে ডো হবে একটি দৃষ্টি।
দিছ আর দুপাশে একটু চাপা। আবার প্রায় সময়েই আমরা একটা কিছু না থাকলেও দেখি। যাওয়ার ছবিতে বালো ফেরতেনের মাঝে কোন কিছু নেই, তবু কবলা বালো ছায়া রয়েছে বল মন হতে ধরে। তাই না সময়ই আমরা দেখে যে দাড়িয়া কারা হোক না হতে পারে। পরের ছবিতে কোন কথাটি বড় কেন্দ্রী হোট স্পট দেখা যাচ্ছে, কিছু একবার আপন দেখ তুমি কবলা বান ধরে।

কবলে কোন পরাশ আমার সবসময়ই যে দেখি তা ঠিক নয়, কবলা কবলা দেখতে দেখি না। আবার কবলা কবলা না দেখেই মন হয় দেখকি!

আলোর উৎস

আলো সম্পাত, আলো দেখা সম্পাত আমাদের বজ্র ব্যাপক সত্যি শব্দ। নিষ্ঠা আলোটা ফিতায় আমার সেটা না জানা পর্যন্ত ব্যাপক অর্থপূর্ণ হয়ে যায়। প্রায় সময়ে হলে আমাদের পরম্পরাগত সম্পাত ও উক্তিসমূহ বিশ্বাস করতে হবে। এতদিন কেহকে দিনের অনেকে ভেন দেখে যে, বিশ্ব অন্তরে সর্বনিহীন প্রাণ দিয়ে তৈরি। সে নিয়ে একশো তিন ধরনের প্রাণ রয়েছে। প্রাণগুলো কেন্দ্র খার নিউক্লিয়াস, আর নিউক্লিয়াসকে হয়ে যুক্ত থাকে ইলেকট্রন। নিউক্লিয়াস তৈরি হয় প্রাণের আর নিউক্লিয়াস দিয়ে। প্রাণে আর নিউক্লিয়াসের ভাল প্রায় সমান, ইলেকট্রনের কম কম—একটি প্রাণের ভাল প্রায় তুই হারার ইলেকট্রনের আরে।

সবচেয়ে সহজ প্রাণগুলো হচ্ছে হাইড্রোজেনের প্রাণমণ্ডল।

এই প্রাণগুলো নিউক্লিয়াসটি হচ্ছে। একটা মাড় প্রাণে, কেন নিউক্লিয়াস হচ্ছে। বাইরে রয়েছে একটি কম ইলেকট্রন। এইরূপ কয়েকটি প্রাণের ভাল ভাল ইলেকট্রনের প্রাণমণ্ডল হচ্ছে। এই দুই প্রাণমণ্ডল উদ্ভূত হচ্ছে ইলেকট্রনের। ইমারনিয়ার নিউক্লিয়াসে রয়েছে ২২টি আলো, ৪৬টি নিউক্লিয়াস। কবলে আর বাইরে রয়েছে ২২টি ইলেকট্রন।

প্রাণমণ্ডলের বাইরে ইলেকট্রনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার সহিত) ঘুরতে থাকে।

প্রাণমণ্ডলের বাইরে ইলেকট্রনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রক্ষেপ্তার সহিত ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।

পরামণ্ডলের বাইরে গঙ্গাপ্রকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে (প্রক্ষেপ্তার চর্চায়) ঘুরতে থাকে।
পত্রিকায় মনুষ্যের সৃষ্টি হবার পর তাদের সত্তার শুরু হয়েছিল আকাশ জলন্তি হিসেবে।
প্রথম আকাশে আলোর সৌর মনুষ্য দেখে সেই সব মনুষ্যের দেহ কে প্রথম ভেজিতে আলো আলো তা সেই জন্ম না। বাস্তব হচ্ছে মেশানিক মনুষ্যের দেহের প্রথম সর্বাধিক আলোর দিকে তাকিয়ে আলো অনেক কিছু বলে দিতে পারে সত্তা, কিছু এখনও অনেক প্রশ্নের উত্তর অল্পেই হয়ে গেছে। সেই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে পেতে আলো অনেক নতুন প্রশ্নের জন্ম হবে, এবং কেন শেষ নেই।
ভাগ্যের শেষ নেই, এ বছার বেঁধে থাকতে না জন্ম কি বিশ্বকর্মা হয়ে উঠত।

***Thanks for reading science besides scince-fiction***